চমক ভরা ধনতেরাস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 19 October, 2019 ■ আগরতলা, ১৯ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ১ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাদল চৌধুরীকে ধরতে দুই শতাধিক স্থানে তল্লাশি, ব্যর্থতার দায়ে পশ্চিম থানার ওসি ও তিন গোয়েন্দা কর্মী বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধরীর গ্রেপ্তারি নিয়ে আরক্ষা প্রশাসনে ঝড় বইছে। একদিকে তাঁকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে, তাঁকে খোঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতায় আজ ফের পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি সহ গোয়েন্দা বিভাগের তিন কনস্টেবলকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অবশ্য, তল্লাশি আজ দিনভর থেমে থাকেনি। বাদল চৌধুরীর খোঁজে আজ আগরতলায় সম্ভাব্য দুই শতাধিক স্থানে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। তবুও, ব্যর্থতাই হাতে এসেছে পুলিশের।

গত রবিবার ভিজিলেন্স পূর্ত দপ্তরে দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধুরী, পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান সচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য সচিব ওয়াই পি সিংহের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। ওই মামলায় পুলিশ সোমবার ভোরে পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিককে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে এক দিনের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তেমনি বাদল চৌধুরীর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে। এদিকে, ১৫ অক্টোবর সুনীল ভৌমিককে পুনরায় আদালতে তোলা হলে, তাঁর জামিনের আবেদনের উপর শুনানি সম্পন্ন হয়। কিন্তু আদালত রায়দান স্থগিত রাখে এবং তাঁকে আরো একদিনের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

১৬ অক্টোবর বাদল চৌধুরীকে নিয়ে দিনভর টানটান উত্তেজনা বিরাজ করেছে। বাদল চৌধুরীর তল্লাশিতে পুলিশ সিপিএম সদর কার্যালয়ে গিয়ে রীতিমত আত্মসমর্পণ করেছে। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও সিপিএম পার্টি অফিসে তল্লাশি চালাতে পারেনি। এদিকে, দীর্ঘ শুনানির পর রাত ১১টা ৪০ মিনিটে রায় ঘোষণা করেন বিচারক। আদালত বাদল চৌধুরীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। এরপর থেকে শুরু হয়ে যায় বাদল চৌধুরীর খোঁজে পুলিশের অভিযান। ওইদিন রাত থেকে পুলিশ বাদল চৌধুরীকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। কিন্তু, তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাঁকে খুঁজতে ব্যর্থতার দায়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিংকে বরখাস্ত এবং ডিআইজি দক্ষিণাঞ্চল অরিন্দম নাথকে অপসারণ করেছে রাজ্য সরকার। শাস্তির খড়গ চালানো এখানেই থেমে থাকেনি। আরক্ষা প্রশাসনে গতকাল মাঝারি ধরনের রদবদল করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাদল চৌধুরীর তিন দেহরক্ষী প্রদীপ আচার্যী, অমর সরকার এবং অমল দাসকেও বরখাস্ত করা হয়েছে।

আজ সকাল থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিহির লাল দাসের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী সারা আগরতলায় দফাওয়ারি তল্লাশি চালিয়েছে। আগরতলায় শঙ্কর চৌমুহনী, রামনগর, কৃষ্ণনগর এলাকায় দুই শতাধিক বাড়িঘরে বাদল চৌধুরীর খুঁজে তল্লাশি করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন চিকিৎসক রয়েছেন যাঁরা বাদল বাবুর চিকিৎসা করেন। কিন্তু, তাঁকে কোথাও খুঁজে পায়নি পুলিশ।

এরই মধ্যে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি ডি পি রায়কে বরখাস্ত করেছে আরক্ষা প্রশাসন। সম্ভবত, বাদল চৌধুরীকে খুঁজতে ব্যর্থতার কারণেই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই তালিকায় রয়েছেন তিন গোয়েন্দা কর্মীও। সূত্রের খবর, শ্যামল দেববর্মা, কিশোর রাউথ এবং রঞ্জিত দেববর্মা ওই তিন গোয়েন্দা কর্মীকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁদের বরখাস্তের পেছনে বাদল চৌধুরীকে খুঁজে না পাওয়া কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, আমতলী থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীকে পশ্চিম আগরতলা থানার এবং ইন্সপেক্টর সিদ্ধার্থ করকে আমতলী থানার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাদল চৌধুরীর আগাম জামিনের আবেদন গৃহীত হাইকোর্টে শুনানি হবে ২১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। রাজ্যের প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। হাইকোর্ট ওই আবেদন গ্রহণ করেছে। আগামী ২১ অক্টোবর বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে জামিন আবেদনের শুনানি হবে।

এ-বিষয়ে বাদল চৌধুরীর আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ জানিয়েছেন, প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন হাইকোর্ট গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, হাইকোর্টে অবসর চলছে। তাই, অবসরকালীন বেঞ্চে আগামী ২১ অক্টোবর শুনানি হবে। তিনি জানান, ওইদিন দুপুর দুটায় বিচারপতি অরিন্দম লোধ জামিনের আবেদন শুনবেন।

বাদল চৌধুরীকে নিয়ে পুলিশের অতি সক্রিয়তার সমালোচনা করেছেন আইনজীবী রায়বর্মণ। তাঁর কথায়, বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতারে ত্রিপুরা পুলিশ যে সক্রিয়তা দেখাচ্ছে তার সামান্য যদি অপরাধ দমনে দেখাত তা-হলে রাজ্যবাসী অনেক শান্তিতে থাকতেন। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় বাদল চৌধুরীকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের হাতে বাবা খুন শ্রীনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। পারিবারিক কলহের জের ধরে ছেলের হাতে খুন হতে হল বৃদ্ধ পিতাকে। ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীনগর আউট পোস্ট এলাকায়। ঘটনার পর থেকে ছেলে পলাতক। এ ঘটনায় শুক্রবার থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছু দিন ধরে অভিযুক্ত ছেলে দেবাশীষ দাসের (৩৫) সাথে তার পিতা স্বপন দাসের (৬০) পারিবারিক কলহ চলতে থাকে।

শুক্রবার সকালে তা চরম আকার ধারণ করে। একটা সময়ে পুত্র তার পিতার আঘাত করে। পিতার মৃত্যু হয়। এমনটাই অভিযোগ উঠে পুত্র দেবাশীষ দাসের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পুত্র দেবাশীষ দাসকে গ্রেপ্তার করতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গতকাল রাতে টাকা-পয়সার ঝামেলা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সাব্রুমের মনু বাজার থানাধীন শ্রীনগর আউট পোস্টের অধিনে থাকা মাধব নগর এলাকায় এক নরপিশাচ ছেলে কাঠের টুকরো দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে তার জন্মদাতা পিতাকে। গতকাল রাতে মাধবনগরের নারায়ন পাড়ার বাসিন্দা ৬০ বছরের দিনমজুর স্বপন দাসকে তারি ৩৫ বছরের ছেলে দেবাশীষ দাস পিটিয়ে হত্যা করে। এলাকা সূত্রে খবর, টাকা পয়সার লেন-দেন নিয়ে শুরু হয় তাদের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ।

জানা গিয়েছে, স্বপন দাসের নিজ বাড়ি ছিল উদয়পুর। সেখানে প্রথমে একটি বিয়ে করেছিলেন। এরপর সাব্রুমের মাধবনগরে এসে দ্বিতীয় আরেকটি বিয়ে করেন। প্রথম ঘরের এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিলো। দ্বিতীয় ঘরেও এক ছেলে ও এক মেয়ে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘনিয়ামারায় অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ অক্টোবর।। রহস্যজনক ভাবে শ্বশুর বাড়িতে অগ্নিগদ্ধ হলেন গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ বিশালগড় থানার অধীন ঘনিয়ামাড়া এলাকায়। অগ্নিদগ্ধ মহিলাকে বিশালগড় হাসপাতল থেকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর নাম সেলিনা বেগম। বয়স ৩২।

সংবাদে প্রকাশ, এদিন রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ আচমকা অগ্নিদগ্ধ হয়ে আর্তনাদ করছিলেন সেলিনা। সাথে সাথে প্রতিবেশী ছুটে যান এবং আগ্নিদগ্ধ সেলিনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পোঁছেন এবং অগ্নিদগ্ধ সেলিনাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেলিনার শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে বিশালগড় হাসপাতাল থেকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সময় ওই বাড়িতে কেউই ছিলেন না। স্বামী ময়নাল হুসেনেরও কোন হদিশ নেই। পরিবারের অন্য সদস্যরাও গা ঢাকা দিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এলাকার লোকজনের দাবি গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্রাইম ব্রাঞ্চে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ক্রাইম ব্রাঞ্চকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পুরুষ বিভাগে আনআর্মড ২২ জন সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এ-বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর ত্রিপুরায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ চালু হয়েছিল। কিন্তু, নতুন কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব না হওয়ায় পুলিশ এবং সিআইডির কাছ থেকে কর্মী নিয়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চ চালু করা হয়েছিল। তাই, এখন ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা ক্রাইম ব্রাঞ্চে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে।

তিনি জানান, শীঘ্রই ক্রাইম ব্রাঞ্চে পুরুষ বিভাগে আনআর্মড ২২ জন সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করতে আগরতলা শহরের নানা জায়গায় পুলিশের তল্লাসি অভিযান। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। শুক্রবার সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার ও প্রকাশ কারাত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির অন্যান্য নেতৃত্বরা। বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা পাশাপাশি বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেপ্তারের ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

কৃষি পণ্য বিক্রয়ে আইন সংশোধনের সিদ্ধান্তে অনুমোদন রাজ্য মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। কৃষি পণ্য বিক্রয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা নিতে আইন সংশোধনের সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা। আগামী বিধানসভা অধিবেশনে ত্রিপুরা এগ্রিকালচার প্রডিউস মার্কেট এক্ট ১৯৮০ তৃতীয় সংশোধনী বিল আনবে ত্রিপুরা সরকার।

এ-বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় নিয়ন্ত্রিত বাজার রয়েছে ২১টি। এছাড়া ওই সমপর্যায়ের বাজার রয়েছে আরও ৮৪ টি। ওই বাজারগুলিকে পর্যায়ক্রমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে পানিসাগরে ১৮ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ট্রাক চালক

তেলিয়ামুড়ায় বিস্তর পরিমাণে গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ১৮ অক্টোবর।। ফের গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সাথে গাঁজা পাচারের দায়ে এক ট্রাক চালককে পুলিশ আটক করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ১৮ লক্ষ টাকা।

শুক্রবার উত্তর পানিসাগর থানার পুলিশ এবং বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে বহিঃরাজ্যে পাচারের আগে বিপুল পরিমাণের গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পানিসাগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পানিসাগরসিত বিএসএফ সেক্টর

হেড কোয়ার্টারের গোয়েন্দা দল এবং পানিসাগর থানার যৌথ প্রয়াসে একটি ট্রাক থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে পানিসাগর থানার সম্মুখে তল্লাশি চালিয়ে জেকে ০২ সিজি ৫১১১ নম্বরের ১৪ চাকার ট্রাক থেকে ২১৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গাঁজাগুলি ট্রাকের ক্যাপ এবং ক্যাবিনে লুকিয়ে রাখা ছিল। অভিযানে ছিলেন পানিসাগর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসও।

তিনি জানান, গাঁজা উদ্ধারের সাথে আটক করা হয়েছে গাড়ি চালক জাবেদ ইকবাল (৩০)-কে। তার বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের কাটোয়া জেলার রামকুর থানাধীন গুরকাল গ্রামে। এসডিপিও দাস বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে লরিচালক জানিয়েছে, সে গাঁজাগুলি আগরতলা থেকে গুয়াহাটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোস্টেলের খাবার খেয়ে ১৪ জন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ অক্টোবর।। হোস্টেলের খাবার খেয়ে ১৪ জন ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা ১২ জন ছাত্রীকে ছেড়ে দিয়েছেন। তবে দুজনের অবস্থা গুরুতর বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাতে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর এএনএম ট্রেনিং ইন্সটিউটের হোস্টেলের খাবার খেয়েই ছাত্রীরা অসুস্থ হয়েছেন। ওই হোস্টেলে ২০ জন নার্সিং পড়ুয়া ছাত্রী রয়েছেন। তাদের মধ্যে গতকাল রাতের খাওয়ার পর ১৪ জন ছাত্রী পেটে মারাত্মক ব্যথা অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেল সুপারের কাছে বিষয়টি জানানো হলে তিনি তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। রাত ৮টা নাগাদ ওই ১৪ জন ছাত্রীকে কৈলাসহর আরজিএম মহকুমা

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ট্রেনিং ইন্সটিউটের প্রিন্সিপাল পূর্ণিমা দাস জানান, রাজ্য সরকার শুধু রাঁধুনির খরচ প্রদান করে। বাকি সমস্ত খরচ হোস্টেল ফি থেকে ব্যবস্থা করা হয়। তিনি জানান, ছাত্রীরাই সবসময় বাজার করেন। তবে হোস্টেলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস এনআরসির পক্ষে ঃ ফেলেইরিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। কংগ্রেস এনআরসি-র পক্ষে। অকপটে এ-কথা জানালেন এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক তথা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা লুইজিনহো ফেলেইরিও। তবে এনআরসির বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাই এ-বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু কংগ্রেস নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে নয়। সে-কথাও সাফ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, দেশের মানুষের অধিকার হরণের বিলে কংগ্রেস সহমত নয়।

শুক্রবার রাজ্য সফরে এসেছেন এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক লুইজিনহো ফেলেইরিও। রাজ্যে এসে তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃত্বের সাথে বৈঠক করেছেন।

শুধু তা-ই নয়, জনজাতি নেতাদের সাথেও তিনি পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। সামনে এডিসি নির্বাচন, ফলে রাজ্যে কংগ্রেসের জনজাতি মহল্লায় কতটা জনভিত্তি রয়েছে তা তিনি মেপে নিয়েছেন।

আজ তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে একতা দেখে আমি অভিভূত। প্রত্যেকে এভাবেই একতা বজায় রাখলে দল আগামী দিনে রাজ্যে. অনেক ভালো ফলাফল করবে। লুইজিনহো ফেলেইরিও দাবি করেন, বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় গত লোকসভা নির্বাচন এবং উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জনভিত্তি বেড়েছে। ওই দুটি নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের হার ক্রমশ বেড়েছে। তাঁর মতে, বিজেপি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির খেলাপ করে চলেছে। তাই, রাজ্যবাসী কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এদিন তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেন্ডার নিয়ে বিজেপি ও আইপিএফটির সংঘর্ষে আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। বাজারে টেন্ডার নিয়ে মনুবাজারে বিজেপি- আই পি এফ টির মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ছয়জন আহত হয়েছেন। আহতদের চিকিৎসা চলছে গোমতী জেলা হাসপাতালে ও শান্তিরবাজার হাসপাতালে। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল সংখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মনুবাজার জোনাল অফিসের উদ্যোগে প্রতি সপ্তাহে বাজারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের ক্রমাগত নির্যাতনে মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রঞ্জিত নগর এলাকায় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের ক্রমাগত নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে এক গৃহবধূর। মৃত গৃহবধূর নাম মৌসুমী রায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী শুক্রবার মৃত মৌসুমী রায়ের বাপের বাড়িতে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। রাজ্যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও পনের দায়ে গৃহবধূ হত্যার ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

প্রসাসনের কঠোর মনোভাবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছে একাংশ। এর বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত। রঞ্জিতনগরে গত ১৪ই অক্টোবর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৃহবধূ মৌসুমী রায়ের মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত স্বামী দাপ প্রতীম শীল ওরফে রাজেশ এবং তার পরিবারের লোকজনদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী এবং মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার রঞ্জিতনগরে মৌসুমী রায়ের বাপের বাড়িতে যান। তারা ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত হন। মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত বলেন, মৌসুমীর উপরে পনের জন্য স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা বহুদিন ধরেই শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। শারীরিক নির্যাতনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ১২ ◘ ১৯ অক্টোবর ২০১৯ ইং ◘ ১ কার্ত্তিক ◘ শনিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পালাইয়া বাঁচিবার প্রবণতা

সেই ইংরেজ জমানা বা রাজন্য যুগও নাই। কিন্তু, তাহার ছায়া যেন এখনও সমান গতিতে বহমান। সম্প্রতি ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে গ্রেপ্তার এড়াইতে অভিযুক্তদের পালাইয়া বেড়ানোর ঘটনা বাড়িয়া চলিয়াছে। আর পুলিশ ও গোয়েন্দারা সেই পলায়ণরত অভিযুক্তদের প্যাকড়াও করিতে দিন রাত তল্লাসী চালাইয়া যান। রাজ্যের প্রাক্তণ পূর্তমন্ত্রী তথা সিপিআইএম বিধায়ক বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে পূর্ত ঘোটালার অভিযোগে আদালতে জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাক্তণ পূর্তমন্ত্রীকে গ্রেপ্তারে তৎপর হয় পুলিশ। গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হওয়ায় বরখাস্ত করা হইয়াছে পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপারকে। একজন ডিআইজি অপসারিত হন। অভিযুক্ত বাদল চৌধুরী গ্রেপ্তার এড়াইতে পলায়নের ঘটনা কিসের ইঙ্গিত এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠিবে। যদিও সিপিআইএম দলের পক্ষে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ষড়যন্ত্র করিয়া বাদল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করিতে তৎপর প্রশাসন। রাজ্যের পুলিশ অভিযুক্ত প্রাক্তণ মন্ত্রীকে গ্রেপ্তারে তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে। গ্রেপ্তার এড়াইতে এই পলায়ণের ঘটনা ইদানিং বাড়িয়াই চলিয়াছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে গ্রেপ্তার করিতে সিবিআইর বিশেষ টিম তো আদা জল খাইয়া নামিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, রাজীব কুমারের টিকির নাগালও পায় নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি হাইকোর্টে জামিন পাইয়া যান। বাদলবাবু হাইকোর্টে সেই সুযোগ পাইবেন কিনা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। তবে, গ্রেপ্তার এড়াইতে পালাইয়া বা আত্মগোপনে থাকার ঘটনা নতুন নহে। যেমন রাজ্যের উপজাতিদের অবিসংবাদিত নেতা দশরথ দেব তো রাজ আমলে বেশীরভাগ সময়ই আত্মগোপনেই কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু, দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের গ্রেপ্তারের ইস্যু ভিন্ন ভিন্ন। বাদলবাবুর পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত। আর দশরথবাবু জনগণের পক্ষে রাজশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার মাথার দামও ঘোষণা দিয়াছিলেন। দশরথ পাহাড়ে গভীর অরণ্যে উপজাতিদের গোপন ডেরায় আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। সুতরাং সেই রাজন্য আমল আর আজ গণতন্ত্রের যুগকে এক করিয়া দেখিলে চলিবে না।

দেশের ও জনগণের কল্যাণে বহু নেতার আত্মবলিদানের ঘটনা ইতিহাসে আছে। বহু নেতা দেশপ্রেমিক জেল খাটিয়াছেন। কত স্বাধীনতা সংগ্রামী জেলে জীবনের মূল্যবান সময় দিয়াছেন। তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। সেই বীর গাঁথা কি আমরা স্মরণ করি? শুধু ভারতে নয় বিভিন্ন দেশে বড় বড় নেতা মনীষি যাঁহারা আছেন তাঁহারা শাসকদের রোষাণলে বিদ্ধ হইয়াছেন। জেল খাটিতে হইয়াছে। নেলসন মেন্ডেলা জীবনের এক মূল্যবান সময় তো জেলের অভ্যন্তরেই কাটাইয়াছেন। রাজশক্তির রোষের মুখে গ্রেপ্তার হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব জননেতা রহিয়াছেন তাঁহাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস আমরা কতখানি চর্চা করি। সুতরাং একথা ঠিক গ্রেপ্তার হওয়ার মধ্যেও গৌরব আছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তো গ্রেপ্তারকে ভয় পাওয়ার কথা নহে। প্রাক্তন পুর্তমন্ত্রী গ্রেপ্তার এড়াইতে আত্মগোপনে গিয়া রাজ্য পুলিশকে বিড়ম্বনায় ফেলিয়া দিলেন। তিনি হয়তো ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, নতুন সরকারের পুলিশ দক্ষতার নজীর রাখিতে পারিল না। এখন যেন কানামাছি খেলা চলিতেছে। ইহা কাম্য নহে। বলা হয় আইনের চোখে সকলেই সমান। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী কলংক মাথায় নিয়া পালাইয়া বেড়াইতেছেন। যদি তিনি নির্দোষ হন তাহা হইলে তিনি তো আদালতেই প্রমাণ করিতে পারেন। রাজ্য সরকার বা পুলিশও তো আইনের উর্দ্ধে নয়। যদি প্রাক্তণ পূর্তমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' হইয়া থাকে তাহা হইলে তো তথ্য প্রমাণ দিয়া সেই ষড়যন্ত্রের জবাব দেওয়াই উচিত কাজ। তাহা না করিয়া পলায়ণী মানসিকতা দূর্বলতাকেই তুলিয়া ধরিতেছে। বাম আমলে কি দুর্নীতি হয় নাই? কত কমরেড টাকার বিছানায় ঘুমাইত? রাতারাতি অর্থ বিত্তের মালিক বনিয়াছেন কত কমরেড তাহার হিসাব কি আছে? প্রাক্তণ পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী যে ধুয়া তুলসীপাতা নহেন তাহা কমরেডরাও ভাল করিয়াই জানেন। জানেন প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও।

দুর্নীতির বা ঘোটালার তথ্য প্রমাণ যদি পাওয়া যায় সেখানে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার দায় আছে। যদি সেই দায় হইতে রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার দুর্নীতি বা ঘোটালার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় তাহাকে তো স্বাগত জানাইতে হইবে। দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ কেউ সমর্থন করিতে প্যারে না। এক্ষেত্রে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী গ্রেপ্তার এড়াইতে পালাইয়া থাকাতে সংশয় সন্দেহ আরও বাড়িবে। যদি দুর্নীতি বা ঘোটালার তথ্য প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে পুলিশেরও তো কিছু করার থাকিবে না। সেই দুর্নীতির অভিযোগের মোকাবিলা না করিয়া প্রাক্তণ পূর্তমন্ত্রী নিজেকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাইয়া দিলেন। একথা আজ অনেক বেশী সত্যি যে, দুর্নীতি বা ঘোটালার বিরুদ্ধে নতুন বিজেপি সরকার খুব বেশী সক্রিয় নহে। যদি সক্রিয় হইত তাহা হইলে বিভিন্ন ব্লকে, পঞ্চায়েতে এত এত দুর্নীতির অভিযোগের তো তেমন ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। শিকড় তো আরও ব্যাপ্ত বিভিন্ন ব্লকে, পঞ্চায়েতগুলিতে। যাঁহারা রাতারাতি বিশাল অর্থ বিত্তের মালিক হইয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে সকলেই তো অবগত। তবু, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নাই। দুর্নীতির অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতিবাজরা নিরাপদ আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়াছেন। যেসব বাম আমলে দুধ সর ঘি খাইয়া যাহারা পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহাদেরই দেখা যায় নতুন সরকারের একেবারে ঘরের লোক বনিয়া যাইতে। সুতরাং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থার তাগিদ নাই তেমন। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে আর্থিক ঘোটালার যে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। এই ঘটনা নিশ্চয়ই বর্তমান মন্ত্রী নেতাদেরও সজাগ করিবে। কারণ, ক্ষমতার পালা বদল হইলেই নতুন সরকার বিরোধীদের টাইট দিতে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনার সন্ধান করিতে তাগিদ অনুভব করে। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করিতে না পারায় রাজ্য পুলিশে জোর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে, দুর্নীতিবাজদের রেহাই নাই, একদিন না একদিন জবাব দিতেই হইবে।

যাদবপুরে নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপোষ নয়, জানালেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপোষ করা হবে না বলে মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শুক্রবার এখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন। বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে ঘিরে বিশৃঙ্খলার ঘটনার প্রায় একমাস পর এদিন ফের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তিনি। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বেলা সওয়া এগারোটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। কোর্ট মিটিংয়ে অংশ নেন। কারণ তিনি ওই কোর্টের চেয়ারম্যান। রাজ্যপালের পূর্বের অভিজ্ঞতা এখনও চাঙ্গা। তারই মাঝে ফের কি কোনও বিশৃঙ্খলা করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা আশঙ্কায় ছিলেন কর্তৃপক্ষ। এদিনের বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সাম্মানিক ডিলিট এবং ডিএসসি প্রাপকদের নাম চূড়ান্ত করা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে আসা নিয়ে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ক্রমাগত উন্নত হওয়া উচিত, এবং তাকে অবশ্যই নিজের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা ধরে রাখতে হবে। রাজ্যপাল সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্র-প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ওদের দাবি, বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হামলা ও অশান্তি করছে। আমি এদিকটায় কর্তৃপক্ষকে নজর রাখতে বলেছি। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী রাজ্যপাল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যপাল বলেন, শিলিগুড়িতে গিয়েছি বলে ওঁরা কতকিছু বলেছেন, আপনারাও তো শুনেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, আপনার মন্ত্রীরা যে সব মন্তব্য করছেন, সে সব দেখুন।

মুসলমান সমাজকে রাজনৈতিক কমোডিটিতে রূপান্তরীত করতে চাইছে

গৌতম রায়

মহাগরীর এক প্রথিতযশা চিকিৎসক তথা কথাসাহিত্যিক এককালের এক ডাকাবুকো সম্পাদকের কথা বলছিলেন। এককালের বললাম এই কারণ যে, সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই---প্রবাদের মতোই সেই সম্পাদকের বর্তমান দশা। কাছের লোকের লেখা একটি গল্পে এক অসহায় হিন্দু ব্যক্তির পাশে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন যে মানুষটি, তিনি জন্মসূত্রে মুসলমান। সেই এককালের ডাকাবুকো সম্পাদকের কাছে সেইটিই অসামান্য সম্প্রীতির উদাহরণ বলে মনে হয়েছে। মোটা দাগের ফিল্মি গল্পের মতো হিন্দুর ত্রাতা মুসলমান বা মুসলমানের ত্রাতা হিন্দু---এই ধরনের বিষয়কেই সেই সম্পাদক খুব উচুঁ মানোর সাহিত্য হিসেবে ঠাওরেছিলেন।

চিকিৎসক তথা কথাকারকে বেশি অবাক হতে দিইনি। কারণ, যে লোকটির সাহিত্যবিচারের কথা উনি বলেছিলেন, সেই লোকটিই কিছুদিন আগে একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের রাজ্য রফতরে বসে বেশ গলা তুলেই আমাকে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে একটি রাজার চালু লব্জ ব্যবহার করে বলেছিলেন, আর কতদিন ওদের হয়ে দালালি করবে?

অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অদ্ভুত আঁধার' বলে একটি অসামান্য ছোটগল্প আছে। তাঁর 'অবিরত চেনামুখে' এই গল্পটি ছিল। মনে হয় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বেশ গর্ব করা ওই সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বা অমলেন্দুর শ্রেণি চিন্তার মর্মমূল থেকে উঠে আসা এই ধরনের গল্প হয় পড়েননি অথবা পড়লেও সেসব গল্পের মর্মবস্তু বুঝেই উঠতে পারেননি। অমলেন্দুর গল্পের চরিত্রটি নামসূত্রে হিন্দু পরিচয়বাহী। সে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত যাপন করল মুসলমান করবে। একটি বারের জন্যও গল্পের মুখ্যচরিত্রের জন্ম পরিচয়ের বিশ্বাস আর তাঁর রাত্রি যাপনের স্থানিক বিন্দুর ধর্মীয় দ্যোতনা নিয়ে মাথা ঘামাননি অমলেন্দু। কেন ঘামাননি? কারণ মোটা দাগের যাত্রাপালার আদলে সাহিত্য নির্মাণের সস্তা পথে অমলেন্দু কখনও হাঁটেননি। সৃষ্টিতে জাতধর্মের নিগড় যে অতিক্রম করে যায় চরিত্র, ঘটনাক্রমে, পারস্পরিক সম্পর্ক, স্থানিক বিন্দু—সর্বোপরি চেতনার শ্রেণি বিন্যাস থেকে—এটা জীবন থেকে দীপেন্দ্রনাথ, অমলেন্দুরা শিক্ষা নিয়েছিলেন। মুসলমান সমাজকে জোর করে ভালবাসতে হবে মনে করে একটি 'কবর'কে ঘিরে যেমন সম্প্রদায়গত অস্মিতাকে একটি বারের জন্যও অমলেন্দু চক্রবর্তী অহেভুক উস্কে দেননি, তেমনই গল্পের মুখ্য চরিত্রের শ্রেণিগত সংঘাত, শ্রেণি অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখে নিজের জীবনের সংঘর্ষকেও তিনি উসকে দিতে ভোলেননি। আসলে 'রাধিকা সুন্দরীর স্রষ্টা জানতেন সাবলটার্ন চরিত্রের ভিতরে, সাবলটার্ন জীবনের প্রতিটি লড়াইয়ের ভিতরে ধর্মের বহিরঙ্গ একদমই মূল্যহীন। তাই এইসব চরিত্রের ভিততরে, সাবলটার্ন জীবনের প্রতিটি লড়াইয়ের ভিতরে ধর্মের বহিরঙ্গ একদমই মূল্যহীন। তাই এইসব চরিত্রের যাপনের প্রতিটি স্তরে ধ্বনিত,

প্রতিধ্বনিত হয় বেঁচে থাকার ইচ্ছের প্রতি এক অন্তহীন প্রয়াস। রাজনৈতিক চেতনার ধারাটি আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করা মানুষজনেরা সম্প্রীতির পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিয়ে গিয়ে হিন্দুর শ্মশানের জন্য মুসলমান জমি দিচ্ছেন কিংবা মুসলমানের মরদেহ হিন্দু বইছেন--- এইসব বিষয়গুলিকেই অত্যাধিক মূল্যে মূল্যায়িত করে থাকেন।

প্রবাহমান বাংলা বা ভারতে একজন প্রতিবেশীর দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যাথাকে কি 'হিন্দু' কিংবা 'মুসলমানে'র অস্তিত্ব এই কিছুকাল আগে, অখণ্ড বাংলাতে এত প্রকট ছিল? বাহাত্তরটা বছরের দেশভাগ কি ইতিহাসের নিরিখে এতটাই ব্যপ্ত একটা বিষয় যে, আমার পাশের বাড়ির মানুষটি যদি কোনও সমস্যায় পড়েন, তাহলে মুখ বাড়িয়ে খবর নেওযার আগে আমি ভাবব, ওই বাড়ির লোকটির ধর্ম কী? জাত কী?

জাতপাতের এই বেড়াজাল হিন্দু বলয়ে অত্যন্ত প্রবল থাকলেও অখণ্ড বাংলার নিম্নবর্গয় জীবনে কিন্তু আজকের মতো এত ভয়ঙ্কর কখনও ছিল না। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ার সময়ে হিন্দু দেশনেতার জল পিপাসা পেলে মুসলিম সহযোগীকে দাওয়া থেকে নেমে পড়ার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এই মধ্যবিত্ত যাপনচিত্রের ভিতরেই কিন্তু আমরা দেখেছি তেভাগার কালের ছবি। প্রলেতারিয়েত দুনিয়াতে হিন্দু মুসলমান নাম পৃথক অস্তিত্ব কোথায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তার সামাজিক, রাজনৈতিক উদাহরণ তো সাহিত্য জগত থেকে শুরু করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কম নেই।

তবু আজ নিজেকে প্রগতিশীল বলা মানুষ নিজের চরম বিকাশ দেখাতে মুসলমান সমাজকে কৌতুকে করুণা দেখার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারল না। আজও বহু প্রগতির ধ্বজাধারী বাঙালি আর মুসলমান উচ্চারণ করেন অবলীলাক্রমে। তাই বামফ্রন্ট সরকারের এক কেষ্টবিষ্টু মন্ত্রী এককালে তাঁরই সহযোদ্ধা মহম্মদ সেলিমের উদ্দেশে প্রশ্নই করে ফেলেন সেলিম বাঙালি নাকি? আসলে লোহার বাসরঘর নির্মাণ করালেই যে লিখন্দর নিরাপদে থাকবেন, এই ভাবনাটাই যে সবথেকে আত্মঘাতী ভাবনা, সেটা আমরা কজনই বা আর চিন্তাতে আনি? চেতনাতে আনি? মনসা যে ছলে বলে কৌশলে সেই নিশ্চিদ্র লৌহাবাসরেও কালনাগিনী প্রবেশের সুক্ষ্ণ ছিদ্রের ব্যবস্থা খুব ভালোভাবেই করে রেখে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছেন, তা আমরা কতজন ভাববার চেষ্টা করি?

চুড়োর উপর নিবেদ্য শব্দটি প্রয়োগিক কৌশল দেখাতেই যেন সামাজিক দর্পণে একাংশের মানুষ মুসলমান সমাজকে এভাবে দেখাতে চান, যার থেকে সাধারণ মানুষের কাছে হিন্দুর মড়াতে কাঁধ দেওয়া মুসলমান মনে হয় একজন ব্যতিক্রমী নাগরিক। কৌতুকে করুণায় এভাবে মুসলমানকে দেখানোর ভিতরদিয়ে বস্তুত সাধারণ মানুষ যাঁরা সমাজ নিরীক্ষণের খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না বা মাথা ঘামাবার সুযোগ পান না, তাঁরা ধরেই নেন, গরিষ্ঠ অংশের মুসলমান সমাজ তাঁদের প্রতিবেশী সমাজ সম্পর্কে উন্নসিকই। তাঁদের কাছে এই ধারণাই বড় হয়ে ওঠে যে, সংবাদ প্রতিবেদনে বা সাহিত্যে কিংবা ফিল্মে হিন্দুর শবদেহবহনকারী মুসলমানটি সহনাগরিক হলেও তিনি তাঁর সমাজে ব্যতিক্রম। তাঁর মড়া বহনের বা হিন্দুর শ্মশান নির্মাণে গণ সাড়া' দিয়ে কার্যত মিছিল করছেন না, সেই থেকে তোষিত দন সম্পর্কে এইশব 'প্রগতি'র ধ্বজাধারীরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, মুসলমানদের প্রতিবেশী সমাজ সম্পর্কে কোনও অনুভুতি নেই।

নানা আর্থ সামাজিক কারণে যদি প্রতিবেশী একটু দুর্বল হন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবল, ক্ষমতাবান প্রতিবেশী সেই দুর্বলদের চিনতে চান না। কোনও হিন্দুর 'উপকারে' এগিয়ে আসা জনৈকি মুসলমানকে নিয়ে একাংশের প্রচারমাধ্যমের ব্যাপারস্যাপার দেখে দুর্বল প্রতিবেশীর সবল প্রতিবেশীর কাছে 'পরিচিত' হওয়ার 'দায়ে'র কথাই এখটু বেশি করে মনে পড়ে যায় আর কী। শত শত বছর ধরে সুখে দুঃখে রাগে অভিমানে, বিষাদে আনন্দে এই বাংলার ভূমিস্তরের হিন্দু মুসলমান যে গায়ে গা লাগিয়ে থেকেছে, এই 'থাকা'র চরম সত্যটিকে 'মিথ্যে'তে পর্যবসিক করতে ছদ্মপ্রগতিশীলদের এই পাঁয়তারা কি ইচ্ছাকৃত? নাকি শিব গড়তে বাঁদর গড়ার প্রচলিত প্রবাদের সঙ্গে এই প্রবণতার আশ্চর্যরকমের সাদৃশ্য আছে?

আলো আঁধারের চিত্রকল্পে বাঙালি জীবনের বারমাস্যা আঁকতে গিয়ে অমলেন্দু চক্রবর্তীর মতো মানুষেরা যে সাগর মুক্তোর সন্ধান করতেন, সেই প্রচেষ্টা আজ সস্তার বিনোদন সর্বস্ব সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রত্যাশা করা যায় না। একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উঁচুদরের কর্মী থেকে শুরু করে ছাপোষা সত্তদাগরী কোম্পানির কনিষ্ঠতম করণিকটির মতো দায়িত্ব এড়ানোর মানসিকতা যদি সৃষ্টি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ভিতরে ক্রমশ চেপে বসতে থাকে,তাহলে সেই সৃষ্টির ভিতর দিয়ে আর যাই হোক না কেন সমাজের কোনও হিতসাধন ঘটতে পারে না। যে সম্পাদকের কথা দিয়ে বাতচিত শুরু করেছিলাম, সেই পীরপুঙ্গবটি অতীতে কোনওকালে এক করিতকর্মা মন্ত্রীমশাইয়ের অন্যতম প্রধান ষড়যন্ত্রী ছিলেন? রবীন্দ্রনাথের 'জুতো আবিষ্কার' কবিতার মতো কার মাথা থেকে কে জানে সেই সময়ে একবার অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে পেল্লায় 'সম্বর্ধনা' দেওয়ার ভাবনা হয়েছিল। একে মুসলমান, তায় বাংলাদেশের নাগরিক। 'প্রগতিশীল' সাজার এমন মত্তকা 'সংস্কৃতি'র জগতের লোকের খুব কমই মেলে।

কবীর চৌধুরী কে খায় না মাথায় দেয়, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁর কিংবদন্তী তুল্য অবস্থান, পাকিস্তান আমলে ঢাকা 'বাংলা একাদেমি'র প্রধান হিসেবে কর্মরত থেকেও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর প্রোজ্জ্বল অংশগ্রহণ, শহিদ জননী জাহানারা ইমামের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের কালে বা পরিবর্তীতে ঘাতক দালালদের বিচারের দাবিতে ঐতিহাসিক আলোচনা তাঁর ভূমিকা---এসব জানার, বোঝার দরকারের থেকে এই সম্বর্ধনার কর্মকর্তাদের কাছে অনেক জরুরি ছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষক হিসেবে কবীর চৌধুরীর পরিচয়।

অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাধের ধারণা ছিল 'সম্প্রীতি'র কথার ফাঁকে প্রধানমন্ত্রীর মাস্টারমশাইকে ম্যানেজ করে বিনি পয়সায় বাংলাদেশ 'ট্যুরে'র বন্দোবস্তটা করে নেওয়া। কিন্তু আয়োজকরা জানত না, আশি বছরেরও জিন্স পরা মেদবিহীন টানটান চেহারার বাবরি চুলের মানুষ কবীর চৌধুরী লৌহকঠিন মানুষ।

প্রগতির ধ্বজা ধরে একটি অংশের লোক মুসলমান সমাজকে রাজনৈতিক কমোডিটির মতোই সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের 'কমোডিটি'তে রূপান্তরিত করতে চাইছে। মুসলমান সমাজকে সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে মুসলমান সমাজকেই। আত্মমর্যাদার প্রশ্নে মুসলমান সমাজকে বলীয়ান হওয়ার প্রশ্নে তাঁদের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ব রাজনৈতিক জগতের মানুষদের সার্বিক অংশ পালন করেনি, তেমনই সংস্কৃতির জগতের মানুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এপার বাংলাতে তা পালন করেননি। অন্নদাশঙ্কর, রেজাউল করিম, গৌরকিশোর, গৌর আইয়ুবদের পর এই আঙ্গিকে একটা ভয়ঙ্কর সঙ্কট ক্রমশ আমাদের সমাজ জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ম্যান্ডেভিলের মৌমাছি উপকথা

দীপংকর দশগুপ্ত

'চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা'--- এই বহু প্রচলিত প্রবাদবাক্যর সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে। কেবল যে ব্যাপারটা নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা হয় না, তা হল ধরা পড়লে কী অসুবিধা। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয় যে, ধরা পড়লে শাস্তি অবধারিত। দু'চারন চোর ছাঁচড়ের শাস্তি বলে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেসব দেশে প্রচুর চোর আছে বলে মনে করা হয়, সেসব দেশে সব চোরকে ধরে হাজাতে পুরে দেওয়াটা কি সংগত?

প্রশ্নটা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এই জাতীয় চিন্তা অর্থশাস্ত্রের অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতই করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেইন্‌স সাহেবও। তবে তিনি মন্তব্য করার অনেক আগেই এক দার্শনিক গোছের ডাক্তারবাবু ও ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন।

বার্নার্ড ম্যান্ডেভিল নামে এক ওলন্দাজ অল্প বয়সে লন্ডন চলে এসে সেখানেই জীবনযাপন করেছিলেন। কিন্তু ডাক্তারির বাইরেও তাঁর চিন্তার বিষয় ছিল সমাজের ভিত্তি আর তাঁর চিন্তা গ্রন্থিত হয়েছিল প্রথমে পদ্যের আকারে এবং পরে পদ্যে। সেই রচনার নাম 'দ্য ফেবল অফ দ্য বিজ' অর্থাৎ 'মোমাছিদের উপকথা', যা প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে।

এক যে ছিল মৌমাছি কলোনি। কলোনি ভরা স্বার্থন্বেষী, অধার্মিকস লোভী, চতুর মৌমাছি। সেখানে কারওই প্রতিবেশীদের ব্যাপারে কোনও মায়া,দায় নেই। কেবল যেনতেন প্রকারেণ স্বার্থসিদ্ধিই তাদের উদ্দেশ্য। ভোরে উঠে ঠাকুরের নামও কেউ করে না। কিন্তু এদের লোভ মেটানোর জন্য গড়ে ওঠে নানা জাতীয় শিল্প, নতুন নতুন প্রযুক্তি, পাপীদের ইচ্ছাপূরণেণ জন্য অসংখ্য দ্রব্য সেখানে উৎপাদিত হয়। ফলে শিল্প, চারুকলা সবকিছুরই উন্নয়ন হতে থাকে। অন্যান্য ধর্মপরায়ণ মৌমাছি, কলোনি এই কলোনিকে দেখে ঈর্ষায় জ্বলে, পুড়ে মরে। এদিকে পাপীরা থাকে দিব্যি সুখে। লোভীদের খুশি রাখার জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হতে থাকে, শ্রমিক মৌমাছিদের কর্মসংস্থানের চিন্তাভাবনা থাকে না।

হেনকালে কে বা কারা পাপীদের বুঝিয়ে দেয় লোভে পাপা, পাপে মৃত্যু। ফলে দুষ্টু লোকরা পাপাচার ছেড়ে শুরু করে খোল, করতাল নিয়ে হরি সংকীর্তন। তারা রেস্তোরাঁ গিয়ে পোলাও, কালিয়া না অর্ডার দিয়ে শুকনো মুড়ি খেয়েই খুশি থাকা অভ্যাস করে। তাতে রেস্তোবাঁগুলো উঠে যায়, সেখানকার রাঁধুনিদের চাকরি ওঠে লাটে। তারা আরও যে সমস্ত বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল, সেইসব দ্রব্যের সরবরাহকারীরাও কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ধনী কলোনি পরিণত হয় গরিব বস্তিতে।

অর্থাৎ, ম্যান্ডেভিলের মূল বক্তব্য ছিল ব্যক্তিস্বার্থ দিয়ে চালিত মানুষই সমাজের সফল প্রতিষ্ঠাতা। কৃচ্ছ্রসাধনে উৎসাহী মানুষের হাতে সমাজ তৈরির ভারতুলে দেওয়াটা মানবসামাজের ভবিষ্যতের পক্ষে 'সুখদায়খ' হবে না, যদি না আজীবন জীবনের লক্ষ্য হয় গরু চরানো। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্মকে সুখী মানুষের যে সংজ্ঞাই দিয়ে থাকুন না কেন, অধিকাংশ মানুষ কিন্তু 'সুখ' বলতে অন্য কিছু বোঝে। কাজেই ম্যান্ডেভিলের মতে, ব্যক্তিস্বার্থ সাধুবাবা অথবা রাজ্য, উজিরের অঅদেশ বা আজ্ঞার অপেক্ষা রাখে না। বলাই বাহুল্য, এই লেখার জন্য তিনি বহু নিন্দিত। কিন্তু সন্দেহের কোনও জায়গাই নেই যে, ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অ্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ অফ নেশন্‌স' গ্রন্থ ম্যান্ডেভিলের দর্শনের পক্ষে অল্পভিস্তর রায় দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 'অর্থনীতিকথা' কলামে ২৩ আগস্ট তারিখে আমরা আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের পরে টমাস ম্যালথাস এই একই ধরনের মত প্রকাশ করেছিলেন। এবং বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে জন মেনার্ড কেইন্‌স নিজেও এ জাতীয় তত্ত্বের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। কেইন্‌সের তত্ত্ব নিয়ে আমরা এক পক্ষকাল আগে প্রকাশিত 'অর্থনীতিকথা'-তে আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু ম্যান্ডেভিলের কথা সেখানে তোলা হয়নি। তবে 'জেনারেল থিওরি' বইয়ের ২৩তম অধ্যায়ে কেইন্‌স ম্যান্ডেভিল নিয়ে মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

ম্যান্ডেভিলের মতোই কেইন্‌সও বলেছিলেন যে, অর্থনীতির স্বাস্থ্যরক্ষার্থে উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য চাহিদা জাগিয়ে তোলার চেয়ে ভাল ওষুধ আর কিছুই নেই। এই প্রসঙ্গে বহু আলোচিত কেইন্‌সের 'প্যারাডক্স অফ থ্রিফট'-এর কথা উঠে আসে। ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখার জন্য মানুষকে সঞ্চয় করতে উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু যে উপদেশ একজন মানুষের পক্ষে কার্যকর, তা সমগ্র সমাজের জন্য কার্যকর তো নয়ই, বরং 'ক্ষতিকারক'—মনে করেছিলেন কেইন্‌স অর্থাৎ, যদি আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে ভোগবিলাস থেকে বিরত থেকে আশ্রম মৃগের মতো মাঠে-ঘাটে বিচরণ করতে থাকি, তবে অর্থনীতি প্রমাদ গুনবে। ম্যান্ডেভিলের মৌচাকের মতো অর্থনীতি শুকিয়ে যাবে সাধু-সন্নাসীদের উৎপাত।

ইতিপূর্বে আমরা নতুন বিনিয়োগে অনীহার কথা লিখেছিলাম। সেখানে উল্লেখ ছিল 'অ্যানিম্যান স্পিরিটস'-এর। বর্তমানে এই সমস্যা বিশ্বব্যাপ্ত। ব্যবসা, বাণিজ্যির অবস্থা খারাপ, তাই সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের প্রবড়তা নিদ্রিত। কিন্তু ভোগ্যপণ্যের চাহিদার কমতি কেন? কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি কিস্তিতে সুদের হার কমিয়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও গাড়ি বাড়ি কিছুরই নাকি চাহিদা বাড়ছে না। এসব তো ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে কেনে সাধারণ মানুষ সেই ঋণের উপর সুদের হার কমে যাওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই পণ্যের দাম কমার সেঙ্গ তুলনীয়। দাম কমছে, তবু চাহিদা বাড়ছে না। অন্তত সংবাদমাধ্যম এমনটাই বলছে। কোনও গবেষক তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছেড় কি না, জানা নেই। কেবল এই সমস্ত সংবাদ যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তবে পুনর্বার ম্যান্ডেভিলের মৌমাছি উপকথা আলোচনায় ফিরে আসে। যতক্ষণ অধার্মিকে দেশ ছেয়ে ছিল, ততক্ষণ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না। তবে কি সারা পৃথিবী এখন মুণি,ঋষিতে ভরে গিয়েছে? না কি কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বিশ্ববাণিজ্য নীতিই মন্দার আশঙ্কা জাগাচ্ছে? না কি ব্রিটেনের ব্রেক্সিট?

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

শুক্রবার আগরতলায় সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

২০২৫ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে থাকবে: রাজনাথ সিং

ফরিদাবাদ, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : শুক্রবার কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি অ্যালার্জি রয়েছে রাহুল গান্ধীর। দেশের সামরিক শক্তি বাড়াতে, রাফাল কেনার আলোচনাটি ১০ থেকে ১২ বছর ধরে চলছে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বল্প সময়ে তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এখন তাঁরাই প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করেন, যারা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়ে জামিন মু হয়ে আছে, তারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করছেন।" তাঁর কথায়, "ভারত আজ বিশ্ব অর্থনীতির শীর্ষ ছয়টি দেশগুলির মধ্যে দাঁড়িয়েছে উ ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে থাকবে।" রাজনাথ সিং রাহুল গান্ধীকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, যদি আপনার পক্ষে রাজনীতি করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে রামায়ণ পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করে জেনে নিতে হবে কীভাবে ভগবান রাম মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে সংস্কৃতিকে পালন করেছিলেন। রাবণ রামের চেয়ে ধনী ছিলেন, এমনকি শক্তিশালী ও জ্ঞানীও ছিলেন।উনি মৃত্যুকে জয় করেছিলেন, তা সত্ত্বেও আজও রামের পুজো করা হয়, রাবণের নয়।

রাজনাথ সিং শুক্রবার পৃথলা অঞ্চলের ছায়াসা গ্রামে অনুষ্ঠিত বিজয় সঙ্কল্প যাত্রায় বক্তব্য রাখেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, দশহরা উৎসবের সময়ে ফ্রান্সে ছিলাম। প্রতিবছর বিজয়াদশমীতে অস্ত্র পুজো হয়। তাহলে এবার রাফেল বিমানের পুজো না করে তাতে ওম শব্দটি লেখা হয়, আর তা নিয়ে রাহুল গান্ধীর পরিস্থিতি খারাপ করে তুলেছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং কংগ্রেস সরকারকে কাশ্মীর ইস্যুটিকে আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য অভিযুক্ত করে বলেন, কংগ্রেস সরকারকে কাশ্মীর ইস্যুটিকে আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য অভিযুক্ত করে বলেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী যদি কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ সরিয়ে এক আইন, এক অধিকার, এক সংবিধান চালু করা হয়েছে। কেননা বিজেপি নিজের সংকল্পযাত্রায় এ বিষয়ে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছিল। আর বিজেপির কথা ও কাজের মাঝে কোনও তফাত নেই। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে তিনি কোনও পরিস্থিতিতে কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিককরণ করবেন না।

ভগবানপুরে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে নিহত ১

ভগবানপুর, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃত গৃহবধূর নাম শিবানী মান্না। আহত হয়েছেন মৃতার স্বামী শিব প্রসাদ মান্না।ঘনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে।

জানা গেছে, ভগবানপুর ১ ব্লকের কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দ্বারিকা চটগ্রামের বাসিন্দা শিবানী মান্না। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে যখন মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে তখন বাড়িতে .ঘুমাচ্ছিলেন স্বামী স্ত্রী। মাটির দেওয়াল একেবারেই হেলে ছিল। যদিও বৃহস্পতিবার কোন ঝড় বৃষ্টি হয়নি। বাড়ির এতটাই হাল খারাপ হয়েছিল যে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তা উল্টে চাপা পড়ে এই দম্পতির উপর। ঘটনাস্থলেই শিবানী মান্না মারা গেলেও তার স্বামীকে এলাকাবাসীরা উদ্ধার করে তমলুক জেলা হাসপাতাল পাঠায়। এলাকাবাসীরা বলেন সরকারি একটি ঘর পেয়েছিল টাকার অভাবে সেটি সম্পূর্ণ করতে পারেনি প্রথম কিস্তি সরকারি টাকা পেয়েছিল যতটা করা ততটাই করেছে। বাদবাকি করতে পারেনি বাকি টাকা পেলে করবে।এরকমই ভাবনা ছিল তাই বাধ্য হয়ে ওই হেলে যাওয়া মাটির বাড়িতেই থাকতে হতো। এলাকাবাসীর অভিযোগ গ্রাম প্রধান যদি পুরো টাকাটা দিয়ে দিতেন তাহলে গরীব মানুষটি বাড়ি সম্পূর্ণ করে থাকতে পারতো।ভগবানপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছেন। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

শীঘ্রই হবে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নির্মলা সীতারমণ

ওয়াশিংটন, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : শীঘ্রই ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হবে। এমনটাই জানালেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারমণ। তিনি বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। তিনি স্বীকার করেছেন যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে যার উপর মতভেদ হতে পারে।

এর আগে তিনি বলেছিলেন যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের সেরা স্থান। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সদর দফতরে একটি অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, ভারত সরকার প্রতিনিয়ত নিজেদের নীতির উন্নতি করছে। অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে সরকার সাপ্তাহিকভাবে কর্পোরেট সেক্টর এবং বিনিয়োগকারীদের সংযুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বীমা সংস্থার প্রতিনিধিরা সীতারামনের কাছে বিনিয়োগের সীমা বাড়ানোর আবেদন করেছেন।

মাইক্রোসফটের নামে প্রতারণা-দু'টি ভুয়ো কল সেন্টার থেকে গ্রেফতার ৭

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফটের নাম করে প্রতারণার অভিযোগ উঠল কলকাতার ২ টি কলসেন্টারের নামে। এই ঘটনায় তোপসিয়া ও বাটা মোড় এলাকায় দুই ভুয় কলসেন্টারে বৃহস্পতিবার অভিযান চালায় পুলিশ উ ওইদিন ওই দুই ভুয় কলসেন্টার থেকে ৭ জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে।

জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে মাইক্রোসফট কর্পোরেশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে থেকে অভিযোগ আসে কলকতায় উ মাইক্রোসফটের আইনজীবী নয়াদিল্লি থেকে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম অভিযোগ জানান, মাইক্রোসফট এর নাম করে কলকাতার কিছু অফিস থেকে প্রতারণা চালানো হচ্ছে তাদের গ্রাহকদের সঙ্গে। এরপরেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তদন্তে উঠে আসে কলকাতার দুটি কল সেন্টারের হদিশ। সেই অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার তোপসিয়া ও বাটা মোড় এলাকায় দুটি কলসেন্টারে হানা দেয় পুলিশ। তোপসিয়ার অফিসে তল্লাশি চালিয়ে ৬ টি হার্ডডিস্ক, বেশকিছু পেনড্রাইভ এবং অসংখ্য নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। অন্যদিকে জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি মেলায় প্রথম কলসেন্টার থেকে ৩ আধিকারিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপরেই বাটা মোড়ের কাছে রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের উপর আরেকটি ভুয় কল সেন্টারে অভিযান চালায় গোয়েন্দারা। ওই অফিসে তল্লাশি চালিয়ে একটি ম্যাকবুক, একটি ল্যাপটপ, চারটে হার্ডডিস্ক, দুটি মোবাইল ফোন ও বেশ কিছু এটিএম কার্ড সহ অসংখ্য নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ওই অফিস থেকে প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগে ৪ আধিকারিককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে খবর, এই দুটি কলসেন্টারের অধিকারিকরা মাইক্রোসফট এর নাম করে মার্কিন নাগরিকদের প্রতারণা করতেন। এই প্রতারণা চলত ফোনের মাধ্যমে উ বেশ কয়েক বছর ধরেই কলকাতায় বসে এই প্রতারণা চক্র চালানো হচ্ছিল বলেই তদন্তে নেমে জানতে পারে পুলিশ। জানা গিয়েছে, এদিন ধৃতদের আদালতে তুলে পুলিশি হেফাজত চাইবে পুলিশ।

প্রকাশ্যে বন্দুকবাজের গুলিতে খুন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার নেতা

লখনও, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজদের গুলিতে প্রকাশ্যে খুন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার নেতা। শুক্রবার লখনউয়ের খুরশিদবাগ এলাকায় নিজের অফিসে হত্যা করা হয়েছে কমলেশ তিওয়ারিকে (৪৫)।তাঁকে কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, গেরুয়া পোশাকে হাতে মিষ্টির বাক্স নিয়ে তিওয়ারির বাড়িতে আসে দুষ্কৃতীরা। ওই বাক্সেই লুকানো ছিল বন্দুক। তিওয়ারি সামনে আসতেই বন্দুক থেকে গুলি চালানো হয়। নেতার পরিচিত কেউই হামলা চালিয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।

২০১৫ সালে হজরত মহম্মদের বিরুদ্ধে তথাকথিত অসম্মানজনক মন্তব্য করে খবরের শিরোনামে আসেন তিওয়ারি। তাঁর মন্তব্যের ফলে দেশজুড়ে মুসলিমদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়, এবং ব্যাপক প্রতিবাদ আসে একাধিক মহল থেকে। এর ফলে গ্রেফতারও করা হয় তিওয়ারিকে। ২০১৭-তে হিন্দু সমাজ পার্টি প্রতিষ্ঠার আগে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন কমলেশ তিওয়ারি। প্রসঙ্গত, হিন্দু মহাসভা একটি দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল, যা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে হিন্দুদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, কার্তি চিদম্বরমসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, তাঁর ছেলে কার্তি চিদম্বরমসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে শুক্রবার চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। আগামী ২১ অক্টোবর চার্জশিটের ওপর শুনানি শুরু হবে। চার্জশিটে শীর্ষ কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আইএনএক্স মিডিয়া সংস্থাকে বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদন জোগাড় করে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এদিন দিল্লির আদালতে বিশেষ সিবিআই বিচারপতি অজয় কুমার কুহারের এজলাসে চার্জশিট জমা পড়েছে। আগামী সোমবার তার শুনানি হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। জানা গিয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ডের অন্তত ৪ জন আধিকারিকের নাম রয়েছে চার্জশিটে। অভিযোগ, ২০০৬ সালে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের সাউথ ব্লকের দফতরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন আইএনএক্স মিডিয়া সংস্থার দুই মালিক ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও পিটার মুখোপাধ্যায়। তাঁদের দেওয়া বয়ান অনুযায়ী, ব্যবসায় সুবিধা পেতে তাঁদের ছেলে কার্তির কাছে পাঠিয়েছিলেন মন্ত্রী। এফআইপিবি-র অনুমোদন জোগাড় করে দেওয়ার জন্য কার্তি তাঁদের কাছে ১০ লক্ষ ডলার দাবি করেন বলে জানিয়েছেন মুখোপাধ্যায়রা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, কার্তির মালিকানাধীন সংস্থা অ্যাডভান্টেজ স্ট্র্যাটেজিক কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-কে নিয়োগ করে আইএনএক্স মিডিয়া। এর পরে কার্তির সংস্থা ও চার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে আইএনএক্স-এর নামে মোট ৭, ০০০ ডলার মূল্যের চারটি রসিদ কাটা হয় এবং সেই বাবদ অর্থ পাওয়া যায়। কিছু দিনের মধ্যেই হিসেবের গরমিলে বৈধতা দেয় এফআইপিবি-র অনুমোদন। এই মামলায় এর আগে কার্তি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করা হলেও তিনি পরে জামিন পান। সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীও। আপাতত তিনি ইডি-র হেফাজতে তিহাড় জেলে রয়েছেন।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সারাদেশে দেড় লক্ষেরও বেশি সেবা প্রকল্প চালাচ্ছেন : ভাইয়াজি যোশী

ভুবনেশ্বর, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সারা দেশে ১.৫০ লক্ষাধিক সেবা কাজ চালাচ্ছেন। শুক্রবার এই কথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) এর সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশী। ভুবনেশ্বরে চলা আরএসএস—এর অখিল ভারতীয় কার্যকারী মন্ডলের বৈঠকের শেষ দিন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আরএসএস-এর সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশী জানান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সারা দেশে ১.৫০ লক্ষাধিক সেবা কাজ চালাচ্ছেন। এই কাজের অংশ হিসেবে ২০টি জায়গায় বড় বড় হাসপাতাল চালান হচ্ছে। ওই হাসপাতালগুলিতে ৫০ থেকে ১৫০ পর্যন্ত শয্যার ব্যবস্থা আছে উ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ১৫টি ব্লাড ব্যাংক পরিচালনা করেন যা ওই অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পূরণ করে। তিনি বলেন, ১৯৮৯ সাল থেকে সঙ্ঘ পরিকল্পনা অনুযায়ী সেবা ক্ষেত্রে কাজ করতে শুরু করে।বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে অনেক আগে

ছয়ের পাতায়

সন্ধান চাই

Ref : Srinagar P.S. GDE No - 26 Dt- 01/10/2019

পাশের ছবিটি বিপ্লব চন্দ্র দেবনাথ। পিতা- শ্রী ক্ষিতিস চন্দ্র দেবনাথ, সাং- মলয় নগর আম্বেতকর চৌমুহনি, থানা- শ্রীনগর পশ্চিম ত্রিপুরা। বয়স ৩০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। গায়ের রং শ্যামল স্বাস্থ- গড় নির্মিত। পরনের- নীল রঙের জিন্স পেন্ট। গত ২৩/০৯/২০১৯ ইং তারিখ সকাল বেলা নিজ বাড়ি হতে গন্ডাছড়ার নিজ কর্মস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। অনেক খোঁজা খুঁজি করার পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারও কোন তথ্য যানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগা যোগের জন্য অনুরোধ রইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ০৩৮১-২৩২- ৫৭৮৪/১০০
৩) শ্রীনগর থানা - ০৩১৮-২৪৬-১৩২২

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D/1127/19-20

হাসপাতালে ভর্তি বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন

মুম্বাই, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : তিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে নাকি লিভারের সমস্যা নিয়ে ভর্তি মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালে । কুলি ছবির অ্যাকশন দৃশ্যে গুরুতর আহত হওয়ার পর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে লিভারের সমস্যায় ভুগছেন বিগ বি।

শুক্রবার রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, "তিনি তাঁর রুটিন চেক-আপের জন্য ভর্তি হয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি ভালো আছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। ডাক্তার তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন।" হাসপাতালের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, বচ্চন পরিবারের সকলেই তাঁর সঙ্গে মাঝেমাঝেই দেখা করতে আসছেন। এও জানানো হয়েছে যে তাঁকে আইসিইউয়ের মতন একটি ঘরে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল থেকেই বৃহস্পতিবার স্ত্রী জয়ার সঙ্গে তোলা একটি ছবি সোশ্যালে পোস্ট করেন অমিতজি। এদিকে অমিতাভ বচ্চনের হাতে প্রচুর কাজ। খুব শিগগিরি মুক্তি পাবে অয়ন মুখোপাধ্যায় "ব্রহ্মাস্ত্র"। মুক্তির অপেক্ষায় "চেহেরা"। এছাড়াও, রিয়েলিটি শো "কৌন বনেগা ক্রোড়পতি"-তেও তিনি রয়েছেন।

জয় দীনদায়াময়ী শ্যামামায়ের জয়

এই আগামী ৯ ও ১০ই কার্তিক ১৪২৬ বাং (২৭ ও ২৮শে অক্টোবর, ২০১৯ ইং) রবি ও সোমবার দীপান্বিতা হতে দুই দিন ব্যাপী আগরতলা, অরুন্ধতীনগরস্থিত (ক্যাম্পেরহাজার নিটকবর্তী) আত্মশক্তি যোগসাধনার উপযুক্তক্ষেত্র, সাধক গনের মাতৃ আরধনার এক অভূতপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশ পূর্ণ পঞ্চমুন্ডি সিদ্ধ সাধনপীঠ শ্রীশ্রী দানদয়াল আনন্দ আশ্রমে শ্রীমৎ দীনদয়ালানন্দ দাদা মহারাজজির আবাহনে অধিষ্ঠিতা, ব্রহ্মশক্তির স্বেচ্ছানুরূপ আনন্দ ঘন শ্রী বিগ্রহ আদ্যাশক্তি গুহ্য কালীকা দীনদয়াময়ী শ্যামামায়ের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা পূজা ও উৎসব আমরা অনাড়ম্বর ভাবে পালন করার সংলকল্প করেছি।

এতদুপলক্ষে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে জগজ্জননীর সকল সন্তানগণকে জানাই সবিনয় আক্রমণ।

আশ্রম ও উৎসব কমিটি
সদস্য/সদ্যাগণ

পথ নির্দেশন ঃ বটতলা হইতে অটো/বাস করে ক্যাম্পের বাজার হয়ে ডানদিকে শ্রীশ্রী দীনদয়াল আনন্দ আশ্রমের পথ।

বিজেপির সংকল্প যাত্রা ঘিরে অশান্তির পর শনিবারও থমথমে পুন্ডিবাড়ি

কোচবিহার, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ির পাতলাখাওয়ায় বিজেপির সংকল্প যাত্রা ঘিরে অশান্তির পর শনিবারও থমথমে পুন্ডিবাড়ির পাতলাখাওয়া। রাতভর পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আটক করে বেশ কয়েকজনকে। এখনও পুলিশের টহলদারি চলছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রসঙ্গত, বিজেপির সংকল্প যাত্রা ঘিরে বৃহস্পতিবার বিকেলের পর রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পাতলাখাওয়া অঞ্চল। ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় তৃণমূলের চারটি দলীয় কার্যালয়। সংঘর্ষের মাঝে পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় যুব তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মজিরুদ্দিন সরকারের (৪৮)। সংকল্প যাত্রাতে উপস্থিত বিজেপির সাংসদ নিশীথ প্রামাণিককে কালো পতাকা দেখানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। এরপরেই বিজেপির কর্মী সমর্থকরা দলে দলে এলাকায় এসে ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করে বলে অভিযোগ। তৃণমূলের চারটি দলীয় কার্যালয় ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। শুরু হয়ে যায় তৃণমূল বিজেপির ব্যাপক সংঘর্ষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বিশাল পুলিশবাহিনী। দলীয় অফিস ভাঙার প্রতিবাদে পাতলাখাওয়াতে পথ অবরোধ শুরু করে তৃণমূল।

সংঘর্ষ চলাকালীনই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় মজিরুদ্দিন সরকারের। রাস্তার উপরেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। দলের কর্মী সমর্থকরা তাঁকে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। মজিরুদ্দিনের পরিবারের সদস্যরা জানান, যে ভাবে বোমাবাজি চলছিল তাতেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হন মজিরুদ্দিন। বিজেপির নেতারা অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা সুকুমার রায় বলেন, "তৃণমূল নিজেই নিজেদের দলীয় কার্যালয় ভেঙেছে। এখন বিজেপিকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।" তৃণমূলের লোকেরাই বিজেপির ওপর হামলা করেছে বলেও তিনি দাবি করেন। এ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব দাবি করেন, রাজ্যজুড়েই অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। পুন্ডিবাড়িতেও সংকল্প যাত্রার নামে সেই ধারাই বজায় রেখেছে বিজেপি।

আদিবাসীদের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজেপি : অমিত শাহ

মুম্বাই, ১৮ অক্টোবর (হি.স) : "আদিবাসীদের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর বিজেপি উএর আগে, উপজাতীয় অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের পরিবর্তে আদিবাসীদের একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি। আমরা এই অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য মোট ৫৩১ কোটি টাকা বরাদ্ধ করেছি।" শুক্রবার এমনটাই জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ উ এদিন একইসঙ্গে নকশালবাদের বিরোধিতা করেন তিনি উ তিনি বলেন, "গত পাঁচ বছরে মোদী সরকার নকশালবাদকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।" এদিন গড়চিরলি জেলার অহেরিতে এক নির্বাচনী সমাবেশে এই বক্তব্য রাখেন অমিত শাহ।

এদিন অমিত শাহ বলেন, "মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফড়নবীশ সরকার তাদের সংকল্প পত্র ঘোষণা করেছে, এই সরকার ৮৫ শতাংশ স্থানীয় যুবকদের রোজগারের বিষয়ে কাজ করবেউ কিন্তু প্রথমে প্রচার হয়েছিল, নকশালবাদের প্রসারের ব্যয় করা হচ্ছে। আমি তাদের পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই যে নকশালবাদ উন্নয়নের বিরোধী।" এরপরেই এদিন কংগ্রেসকে আক্রমন করে তিনি বলেন, "কংগ্রেসের সরকার ওবিসি সমাজের ভাইবোনদের কিছুই করেনি। ওবিসি সমাজকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার কাজটি করেছে বিজেপি সরকার।" তিনি আরও বলেন, "পাঁচ বছর আগে বাঁশকে গাছ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, যা কাটা যাবে না। মোদীজি বাঁশকে কৃষির ক্যাটাগরিতে রাখেন এবং কাটতে দিয়েছিলেন। এখন, বাঁশজাতীয় পণ্য সম্পর্কিত শিল্প স্থাপনে জোর দেওয়া হচ্ছে।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন আরও বলেন যে, "আমাদের সরকার বনজ উতাদনের সঠিক মূল্য দেওয়ার জন্য কাজ করেছে উ যেখানে কংগ্রেস ৭০ বছরে মধ্যে সাতটি পণ্যকেও সঠিক মূল্য দিতে পারত। আজ, নরেন্দ্র মোদী সরকার ৫০ টি বনজ পণ্যকে সঠিক মূল্য দিয়ে আদিবাসীদের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েছে। বিজেপি সরকার গড়চিরলি জেলায় ১.৩০ লক্ষ .শৌচাগার তৈরি করেছে উ ৪৮ হাজার গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে মায়েদের চুলার ধোঁয়া থেকে মুক্ত করে, আদিবাসী মা-বোনদের সম্মান জানিয়েছে। কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল, সেই সময় ১৩ তম অর্থ কমিশনে মহারাষ্ট্রকে ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছিল। মোদীজি ১৪ তম অর্থ কমিশনে মহারাষ্ট্রকে ৪.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছেন।" এদিন বিজেপি সরকারের কাজের খতিয়ান দেখিয়ে, মহারাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোটকে বিশাল ব্যবধানে জয়ী করার আবেদন করেন অমিত শাহ।

শুনানির আবদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট পিএমসি ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের হাইকোর্টে যেতে বলল

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): সর্বোচ্চ আদালত পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র সমবায় ব্যাংকের (পিএমসি) গ্রাহকদের আবেদনের শুনানি খারিজ করে দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টে মামলাটি নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সুপ্রিম কোর্টে এই আবেদনটি করেছিলেন বিজন কুমার মিশ্র। আবেদনে তিনি জানিয়েছেন, পিএমসি ব্যাংক বন্ধ হওয়ার পরে বিনিয়োগকারীরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট যেন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেয়।

ছয়ের পাতায়

গ্রেফতার করা হয়েছে কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স): গ্রেফতার করা হয়েছে পানিহাটি পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে ।তবে কী কারণে তাঁকে গ্রফতার করা হয়েছে সে বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশ । শুক্রবার তাঁকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হয় । খবর লেখা পর্যন্ত শুনানি চলছে।

খড়দা থানার পুলিশের দাবি সাইবার ক্রাইমের ঘটনায় পুরুলিয়া জেলা পুলিশ এসে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

কিন্তু কোনও গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ একজন কাউন্সিলরকে কী ভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল, তার সদুত্তর দিতে পারেনি খড়দা থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ ছিল, সন্ময়বাবুকে অপহরণ করা হয়েছে ।

এদিকে, কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। সোশ্যাল সাইটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় আগরপাড়ায় একটি বাড়ি থেকে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতারের সময় সন্ময় ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় খড়দা থানায় সন্ময়ের পরিবারের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে পুলিশ। এর প্রতিবাদে আজ খড়দা থানায় বিক্ষোভ দেখায় বাম ও কংগ্রেস। যা ঘিরে ধুন্ধুমারকাণ্ড ঘটে খড়দা থানা চত্বরে।

দীর্ঘদিন ধরে সোশ্যাল সাইটে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে রাজ্যের একাধিক থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় আগরপাড়ায় একটি বাড়ি থেকে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে পুরুলিয়া পুলিশ। গ্রেফতারের সময় পুলিশের সঙ্গে শাসকদলের কর্মীরাও ছিল বলে দাবি পরিবারের। সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে'।

দলীয় নেতার গ্রেফতারির প্রতিবাদে সরব হয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। ফেসবুকে অধীর চৌধুরী লিখেছেন, 'রাজ্যের কংগ্রেস পার্টির অতি পরিচিত মুখপাত্র ও একজন দক্ষ সাংবাদিক সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ বাড়ি ভেঙে গ্রেফতার করল শুধুমাত্র এই সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার জন্য।

দিদি আপনার এই কুৎসিত আক্রমণ আমাদের দুর্বল করতে পারবে না। প্রতিবাদ জানাচ্ছি এই জঘন্য রাজনৈতিক সন্ত্রাসের, বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের পথে নেমে প্রতিবাদ করার আবেদন জানাচ্ছি সন্ময় বাবুকে পুলিশ অপহরণের জন্য। ধিক দিদি ধিক ধিক।'

এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা কিশোর কর বলেন, 'এভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না।

আমরা প্রতিবাদ জানাব'। যদিও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উড়িয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। এখানে আমাদের দলের কোনও হাত নেই'।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় পিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ স ময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে পিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনি মানবজাতির প্রত্তিন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং প্রযুরদ্ধকক্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে পেচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড়াণাও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিধত্বণগ্ন। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে ককোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনে মশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অওতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে পেছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিে। সে ধারণাও এখন ব দলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্পসাহিত্যের মতে বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, উপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্ট সেলাব বইই যেব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগমীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্চে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ক্ষে কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম বুদিদমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল প্যাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব পেশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বেকারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলাায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত াআলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের কাজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ করছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

কেবিসি''র তৃতীয় ক্রোড়পতি পুরুলিয়ার গৌতম পুরস্কারের টাকা দান করবেন দুঃস্থ পড়ুয়াদের

সুমিত বিশ্বাস, পুরুলিয়া: কথায় আছে সফল পুরুষের পেছনে থাকে মহিলার হাত। সেই কথাই যেন সত্যি হল ক্যুইজ শো ''কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১১''তে। পুরুলিয়ার রেলশহর আদ্রার সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার গৌতম কুমার ঝা তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণাতেই বিগ বি''র সামনে হট সিটে বসেছিলেন। ভেবেছিলেন অমিতাভের সঙ্গে দেখা হবে, এই যথেষ্ট। কিন্তু তিনি যে ক্রোড়পতি হয়ে যাবেন, তা বোধহয় ভাবেননি। কিন্তু মিরাকল ঘটিয়ে, ১৫ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিলেন এক কোটি টাকা। ''কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১১''তে ইনি তৃতীয় জন যিনি কোটি টাকার মালিক হলেন।গত বুধবার এই জনপ্রিয় ক্যুইজ শো সম্প্রচার হতেই শুভেচ্ছার বার্তায় ভেসে যান গৌতম ঝা। কোটি টাকা জেতার পর ''ওয়াগেন এক্সপার্ট'' গৌতম জানিয়েছেন, পুরস্কারের টাকার একটা বড় অংশ তিনি দুঃস্থ পড়ুয়াদের লেখাপড়ার কাজেই খরচ করতে চান। আদ্রার ডিআরএম নবীন কুমার বলেন, ''ওই আধিকারিক রেলকে গর্বিত করেছেন। আমরা ডিভিশনের তরফে তাঁকে সম্বর্ধনা দেব।'' যদিও তিনি এও বলেছেন স্ত্রী শ্বেতা ঝা পাশে না থাকলে আজ তিনি এই জায়গায় পৌঁছতেই পারতেন না।দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের পুরুলিয়ার আদ্রা ডিভিশনে সেই ২০১৬ সালের জুলাই মাসের শেষ থেকে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার পদে রয়েছেন বছর তিরিশের গৌতম। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন বিষয়ের দিকে ঝোঁক তার। তাই স্ত্রী শ্বেতা সবসময় তাঁকে ''কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১১''তে অংশ নিতে বলতেন। গিন্নির কথামতোই নাম কেবিসিতে নথিভুক্ত করেন গৌতম। অডিশনের পর সুযোগও পান। তারপর ধাপে-ধাপে উত্তীর্ণ হয়ে গত ৪ ও ৫ অক্টোবর একেবারে এই ক্যুইজ শোয়ের সঞ্চালক সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চনের মুখোমুখি।১৪ নম্বর প্রশ্নে উত্তর দিয়ে পঞ্চাশ লাখ টাকা জিতে যখন ১৫ নম্বর প্রশ্নে এক কোটি টাকা জয়লাভের মুখে দাঁড়িয়ে। তখন এই ক্যুইজ শোতে থাকা তাঁর চারটি লাইফ লাইনের মধ্যে একটিও বেঁচে নেই। সেই সময়ই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন বিগ বি। ''আমেরিকার কবি ফ্রান্সিস স্কট ভারতীয় জাহাজে বসে ''ডিফেন্স অফ ফোর্ট এম হেনরি'' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যা ওই দেশের জাতীয় সংগীত হয়ে যায়। সেই জাহাজের নাম কি?'' প্রশ্ন কানে আসতেই তার সামনে ভেসে আসে চারটি অপশন। মৃদু হেসে ''এইচএমএস মিনডন''-এ বাটন টিপতেই এক কোটির মালিক হয়ে যান গৌতম বাবু। দু''হাতে তুলে বিগ বি-ও বলে ওঠেন, ''এক ক্রোড়'' ।ক্রোড়পতি গৌতম বলেন, ''শ্বেতার জন্যই এই সাফল্য। ও কেবিসিতে মুগ্ধ। সবসময় আমাকে বলত নিজের এত সাধারণ জ্ঞান, কিছু করে দেখাও না। কেবিসিতে অংশ নাও। তারপর সব কিছু স্বপ্নের মত।'' আসলে বিগ বি যে তাঁর স্বপ্নের নায়ক। তাই হট সিটে বসে যেন স্বপ্নই দেখছিলেন এমনই উপলব্ধি তাঁর। স্ত্রী শ্বেতার কথায়, ''আমি এই ক্যুইজ কনটেস্টের প্রায় প্রত্যেকটা পর্বই দেখি। সেই পর্বে থাকা প্রশ্ন গুলি যখন ওকে জিজ্ঞাসা করতাম অনায়াসে প্রত্যেকটার উত্তর দিত। অবাক হয়ে যেতাম। তখনই আমার মনে হয় বাড়িতে বসে যখন এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে তখন ওখানে কেন পারবে না!'' তবে ওই শোয়ে সাত কোটির জন্য বিগ বি প্রশ্ন করেন। কিন্তু উত্তর নিয়ে সন্দেহ থাকায় তিনি সেখানেই ক্যুইজের খেলা থামিয়ে দেন।বিহারের মধুবনির বাসিন্দা রেলের এই আধিকারিক রেলশহর আদ্রার লোয়ার বেনিয়াশোলে থাকেন। ওয়াগন বিভাগের বাস্তুকার হওয়ায় তিনি রেলশহরে ''ওয়াগন এক্সপার্ট'' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। উত্তরাখণ্ডের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিটেক। তারপর ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইনস থেকে এমটেক করে ২০১৬ সালের জুলাইয়ে আদ্রায় রেলের ওয়াগন বিভাগে যোগ দেন। তার আগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কাজ করতেন। চরম ব্যস্ততার মধ্যে এখনও প্রতিদিন তিনি চারটি সংবাদপত্র খুঁটিয়ে পড়েন। তাই সমস্ত সাম্প্রতিক ঘটনাবলিই তাঁর মগজে। এমনই দাবি ক্রোড়পতি গৌতমের।

সলমনের সঙ্গে ঝামেলায় বন্ধ ''ইনশাআল্লা''র কাজ, বনশালির নতুন ছবিতে আলিয়া

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ফের পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনশালির ছবিতে আলিয়া ভাট? তবে কি দীপিকার সঙ্গে মন কষাকষি হল বনশালির? আলিয়ার সঙ্গে পরিচালকের পর পর দুটো ছবিতে কাজ করার কথা শুনে এমনটাই ভেবেছিলেন অনেকে। তবে আগে থাকতেই বলে দিই, ''ইনশাআল্লা'' হোক না হোক, বনশালি কিন্তু ইতিমধ্যেই গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়ারির জীবনকাহিনি অবলম্বনে ছবি তৈরির প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। মূল চরিত্রে কে থাকছেন? তা নিশ্চয় আর বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই!প্রসঙ্গত, বলিউডের বেশিরভাগ অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবিতে অভিনয় করার জন্য মুখিয়ে থাকেন। স্বপ্নের পরিচালকের সঙ্গে তাই কাজ করার ইচ্ছেও রয়েছে অনেকেরই। চলতি বছরের শুরুতেই সঞ্জয় লীলা বনশালির প্রযোজনা সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল ভাটকন্যা এবং সলমন খানকে নিয়ে এক নতুন ছবি পরিচালনা করতে তিনি। যার নাম ''ইনশাআল্লা''। কিন্তু সেই ছবি নিয়ে ইতিমধ্যেই গোল বেঁধেছে। সলমন নাকি বেজায় রেগে গিয়েছেন বনশালির উপর। কারণ? পরিচালক নাকি ভাইজানকে না জানিয়ে ছবির অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ক্রিয়েটিভ পার্ট ও শেষের অংশের গল্পের সঙ্গে সলমনের মতের অমিল হওয়ায় সেই ছবি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ভাইজান। তাই আপাতত ''ইনশাআল্লা''র কাজ স্থগিত রেখেছেন বনশালি। পরিবর্তে শোনা যাচ্ছে, আলিয়া ভাটকে নিয়ে আরেক ছবির প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন তিনি। ছবির নাম ''গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়ারি'' ।বনশালির পরবর্তী ছবিতে ''মুম্বই মাফিয়া কুইন'' ছবিতে গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়ারির ভূমিকায় দেখা যাবে আলিয়াকে। জানিয়েছেন ছবির পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনশালি খোদ। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ঘোষণা করে ফেলেছেন ছবি মুক্তির দিনও। ২০২০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে। কারণ, ওই সময়েই ইদ উপলক্ষে সলমন খানের ''ইনশাল্লাহ'' মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। উল্লেখ্য, এর আগে ''হিরা মাণ্ডি'' নামে এই ছবির মুখ্য চরিত্র করার কথা ছিল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার। যা এখন করছেন আলিয়া।

ছিল না বিয়ে করার কথা, রণবীরের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে যা করেছিলেন দীপিকা...

মুম্বই: নিজের বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন দীপিকা। বেশ কিছু অজানা কথা এল সামনে। বিয়ের পর থেকে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে চর্চায় ছিলেন দীপিকা। কখনও দীপিকার প্রেগননেন্সি তো কখনও দীপিকার পোশাক নিয়ে। এই সব নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। একটি বিদেশি ম্যাগাজিনের কভার পেজ শ্যুটের মাঝেই দীপিকা জানালেন কিছু গোপন তথ্য। জানিয়ে দিলেন কেন তিনি বিয়ে করলেন ।অভিনয়ের চাপ। বাড়িতে খুব কম সময় কাটাতে পারেন দীপিকা বা রণবীরও। বাড়িতে একসঙ্গে কম সময় কাটাতে পারবেন, এটা জেনেও বিয়ের করেন দু''জনে। দীপিকা জানিয়েছেন যে রণবীর সিং তার সঙ্গে থাকতে চাইছিলেন যে কোনও উপায়ে। লিভ ইনেও তার আপত্তি ছিল না। পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা ভেবে লিভ ইন করতে চাননি নায়িকা। একসঙ্গে থাকতে হলে, বিয়ে করতে হবে এমনই মন ছিল সুন্দরীর। রণবীরের কোনও কিছুতেই আপত্তি ছিল না। দীপিকার কথায় সায় দিয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নন দু''জনে ।আর রোম্যান্টিক নয়, রাণুর গলায় এবার লতার দেশপ্রেমের গান! শুনুন গানটিনানা সমস্যা ও ব্যস্ততার মধ্যেও বাবা ও মাকে কর্তব্য পালন করতে দেখেছেন দীপিকা। তাই তারও বিশ্বাস যে প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের সংসার সুন্দর করে গুছিয়ে নিতে পারবেন তিনি ও স্বামী রণবীর সিং। বিয়ের বছর খানেক হতে চলেছে। সবটাই মনমতো চালাতে সক্ষম হচ্ছেন তারা, জানিয়েছেন দীপিকা। তাই বিয়ের সিদ্ধান্তে খুশি বলি অভিনেত্রী।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও।

বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে।

বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে।

আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়। এই প্রোটিন সরাসরি মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। ক্যাথাপসিন বি নামে এই প্রোটিনেই লুকিয়ে রয়েছে বুদ্ধি বাড়ার রহস্য। গবেষকদের দাবি, ৪ মাস ধরে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ২০ মিনিট করে দৌড়লে পেশিতে ক্যাথাপসিন প্রোটিনের নিঃসরণ বাড়তে থাকে। রক্তে এই পরিমাণ তাৎপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের নিউরোজেনেসিসগুলি প্রভাবিত হয়। ফলে, খুব সহজেই কেউ জটিল কাজ করতে পারে।

স্মিতা পাটিল, অভিনেত্রীর জন্মদিনে তাঁর কিছু অদেখা ছবি

হিন্দি সিনেমায় নায়িকাদের সংজ্ঞা বদলেছিলেন স্মিতা পাটিল। মেইনস্ট্রিম ছবির বদলে মির্চ মশালা, আর্থ, আক্রোশ, মন্থন এবং বাজার-এর মতো দৃঢ় চরিত্রের হিন্দি ছবি বেছে নিয়েছিলেন তিনি। হিন্দি ছবির হিরোইনদের নতুন পথ দেখিয়েছিলেন স্মিতা পাটিল। ১৯৮৬ সালে ৩১ বছর বয়সে প্রয়াত হন অভিনেত্রী। তাঁর ৬৪তম জন্মদিনে রইল কিছু বিরল ছবি। ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভম বেনেগাল একবার স্মিতা পাটিল সম্পর্কে বলেছিলেন, ''''উনি অনেকটা গিরগিটির মতো ছিলেন। আপনি ভাবনার ব্যতিরেকে কাহিনির অংশ হয়ে ওঠার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। উনি সহজাত ছিলেন। অবলীলায় বিভিন্ন সিন করে দিতে পারতেন। ক্যামেরা তাঁকে ভালবাসত। ক্যামেরা তাঁর দিকেই তাকিয়েইছিল, সবার মধ্যে থেকে বেছে নেওয়ার খাতিরে।'''' ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভহিন্দি ও মারাঠি মিলিয়ে ৮০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন স্মিতা পাটিল।

১৯৮৫ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হন তিনি। ছবিতে নাসিরউদ্দিন শাহের সঙ্গে। ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভনিজের সাহসি ও অপ্রচলিত পছন্দ অনেক বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল, পথ প্রসারিত করেছিল। ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভঅনিতা রাজ ও রাজ বব্বরের সঙ্গে স্মিতা পাটিল। পাটিল ও রাজ বব্বরের একমাত্র সন্তান প্রতীক বব্বর। তিনিও একজন অভিনেতা। ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভআর্থ অভিনেত্রী সেই সময়ের অনেক প্রতিভাশালী অভিনেতার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ওম পুরী, নাসিরউদ্দিন শাহ। ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে সুনীল দত্তের সঙ্গে। ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভ১৯৮৬ সালে ৩১ বছর বয়সে প্রয়াত হন স্মিতা পাটিল। ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভ

ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে জায়গা করে ঋত্বিক রোশান অভিনীত ওয়ার

হৃতিক রোশান ও টাইগার শ্রফ অভিনীত ''ওয়ার'' ভারতীয় বক্স অফিসে সর্বোচ্চ টাকা আয়ের নিরিখে দশম স্থান অধিকার করলো। এবছরই মুক্তিপ্রাপ্ত ''উরি: দ্যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'' ও ''কবির সিংহ'' কে পিছনে ফেলে ২০১৯ এর সর্বোচ্চ টাকা আয় করে বক্স অফিসে বছরের প্রথম এবং সর্বকালের হিসাবে দশম স্থান অধিকার করল ''ওয়ার'' ।চলচ্চিত্রের বাণিজ্য বিশ্লেষক তারান আদর্শ বুধবার তার টুইটার হ্যান্ডলে জানান ,' ''ওয়ার'' আয়ের নিরিখে বক্স অফিসে আয় অনুযায়ী দশম স্থানাধিকারী হয়েছে। ১. ''বাহুবলি ২''(হিন্দি) , ২. ''দঙ্গল'', ৩. ''সঞ্জু'', ৪. ''পিকে'', ৫. ''টাইগার জিন্দা হ্যায়'', ৬. ''বজরঙ্গি ভাইজান'', ৭. ''পদ্মাবত'', ৮. ''সুলতান'', ৯. ''ধূম ৩'', ১০. ''ওয়ার''। ''কবির সিংহ'' বর্তমানে এগারোতে এবং ''উরি: দ্যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'' বারো নম্বরে।''ওয়ার'' ''কবির সিংহ'' এর সর্বকালের কালেকশনকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এই শুক্রবারে ৭.১০ কোটি ,শনিবারে ১১.২০ কোটি , রবিবারে ১৩.২০ কোটি ,সোমবারে ৪.৪০ কোটি আর মঙ্গলবারে ৩.৯০ কোটি টাকা যায় করে মত হয়ে দাঁড়ায় ২৬৮.৩০ কোটি টাকা। তামিল ও তেলেগু ভাষা মিলিয়ে ওয়ার এর মত টাকার অঙ্ক হয়ে দাঁড়ায় ২৮০.৬০ কোটি টাকা' ।শাহীদ কাপুর অভিনীত ''কবির সিংহ'' এর মত আয় ২৭৮.২৪ কোটি টাকা এবং ভিকি কৌশল অভিনীত ''উরি: দ্যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'' ২৪৪.০৬ কোটি টাকা নিজের ঝুলিতে পোরে। টাইগার ও হৃতিক এর ওয়ার প্রথম দিনেই ৫৩.৩৫ কোটি টাকা আয় করে। দুই তারকাই সিনেমাটির যাবতীয় একশন স্টান্ট নিজেরাই করেছেন ।যশ রাজ ফিল্মসের প্রযোজনায় তৈরি এই সিনেমাটির পরিচালক ''ব্যাং ব্যাং'' খ্যাত সিদ্ধার্থ আনন্দ। অভিনেত্রী বাণী কাপুর কেও এই সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যায়।

জোর করে গায়িকাকে চুম্বন করলেন ফ্যান

রিয়ালিটি শো এর মঞ্চ,চলছে অডিশন ।সুরের জাদুতে আচ্ছন্ন সমগ্র সেট ।হঠাত নেহা কক্কর কে চুম্বন করে দিলেন এই ফ্যান ।সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সরে যান তিনি ।এই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গেছে ।সম্প্রতি এক গান এর রিয়ালিটি শো এর সেটে হাজির হন অনু মালিক,বিশাল দাদলানি এবং নেহা কক্কর ।চলতে থাকে অডিশন ।সঙ্গীতশিল্পীরা তাদের সুরের জাদুতে জয় করে নেয় বিচারকদের মন ।এমত অবস্থায় নেহা কক্করের এক ফ্যান সেখানে হাজির হন। নেহার জন্য তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছু উপহার ।বেশ খুশী হন নেহা ।উপহারগুলি স্বীকার করেন তিনি ।তখনই ঘটে সেই ঘটনা ।রীতিমত জোর করে নেহার গালে চুম্বন করেন সেই ব্যক্তি ।এই ঘটনা সেট এ থাকা প্রায় সবাইকে অবাক করে দেয় ।এই ভিডিও ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়া তে ভাইরাল ।নেহা এর উত্তরে কি জানিয়েছেন এটাই দেখার অপেক্ষা এখন।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

আমি আমার বাবা, মা-ভাইয়ের খুনীদের বিচার চাইতে পারিনি ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,অক্টোবর ১৮।। প্রতিটি শিশুর জন্য সুন্দর ভবিষ্যতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিশু হত্যা এবং নির্যাতনে জড়িতদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি ভোগ করতে হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আজকে যারা শিশু নির্যাতন বা শিশু হত্যা করবে তাদের কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা পেতে হবে, অবশ্যই পেতে হবে।তিনি বলেন, এ ধরনের অন্যায়-অবিচার কখনই বরদাশত করা হবে না।

প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে ‘শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ’ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রাসেলের নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,আমরা চাই আমাদের শিশুরা আর কখনই যেন এই ধরনের নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার না হয়। প্রত্যেকটি শিশু যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। আর প্রতিটি শিশুর জীবন যেন অর্থবহ হয়। তা নিশ্চিত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ’৭৫ এর খুনীদের বিচার না করে বরং আইন করে বিচারের পথ রুদ্ধ করে সে সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে খুনীদের পুরস্কৃত করা শিশু ও নারী হত্যাসহ হত্যা, খুন এবং নির্যাতনকে উৎসাহিত করা হয়।’তিনি বলেন, ‘আমি আমার বাবা, মা-ভাইয়ের খুনীদের বিচার চাইতে পারিনি এমনকি একটি মামলাও আমাদের করতে দেয়া হয়নি।

সম্প্রতি সমাজে গর্হিত অপরাধ বেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে একজন বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন পিতার নিজের শিশু পুত্রকে হত্যার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সেদিন (’৭৫ এর ১৫ অগাস্ট) নারী-শিশুসহ জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিচার হলে সমাজে এই ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে পারতো না।শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা ‘শিশু অধিকার আইন’ প্রণয়ন করে যান। তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে ২১ বছর পর আমরা সরকার গঠন করে নীতিমালা, আইন, শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ তাঁদের বেড়ে ওঠা, খেলাধূলাসহ সবকিছুর ব্যবস্থাই ধীরে ধীরে করেছি।শিশুদের ভেতরকার মেধা, মনন ও শক্তিকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়াই তাঁর সরকারের লক্ষ্য উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘একইসঙ্গে আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্নভাবে আমাদের শিশুরা যাতে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য কম্পিউটার শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রযুক্তি শিক্ষাসহ সবধরনের শিক্ষার ওপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি।’

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো.রকিবুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে করেন। সংগঠনের সদস্য সচিব মাহমুদুস সামাদ এমপি, উপদেষ্টা তরফদার রুহুল আমিন এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কেএম শহীদুল্লাহ ও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ আয়োজিত সারাদেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাধূলা, চিত্রাংকন এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি এবং সারাদেশ থেকে আগত শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিশুরা যাতে ঝুঁকিপূর্ণ কোন কাজ না করে সেই ধরনের ব্যবস্থাও তাঁর সরকার নিয়েছে। এমনকি তাঁদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে, এমনকি ঝরে পরা শিশু এবং যারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল সেসব শিশুদেরও শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। আর যারা এতিম এবং প্রতিবন্ধী ও অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জন্যও কর্মসূচি নিয়েছে।তিনি অটিজম আক্রান্ত শিশুদের আপন করে নিয়ে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্যও অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশু কিশোরদের প্রতি আহ্বান জানান।শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমি আজকে এখানে যেসব শিশুরা উপস্থিত রয়েছে তাঁদেরকে একটা কথাই বলবো, তোমাদের আশেপাশে যথন কোন প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক বা দরিদ্র শিশু দেখবে তাঁদেরকে কখনও অবহেলা করোনা। তাঁদেরকে আপন করে নিও। তাঁদের পাশে থেকো, তাঁদেরকে সহযোগিতা করো। কারণ তারাও তোমাদের মতই একজন। যেন কোনভাবেই তাঁরা অবহেলার শিকার না হয়।’তিনি ছোটবেলার শিক্ষা ‘কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না’র প্রসঙ্গও এ সময় উল্লেখ করে বলেন, আসলে এটা করা নিষ্ঠুরতা, এটা বলা অমানবিকতা। আমাদের শিশুরা নিশ্চই তা করবে না।বক্তৃতা পর্ব শেষে প্রধানমন্ত্রী সংগঠনের শিশু-কিশোরদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। অমিত সম্ভাবনাময় রাসেলকে ১৯৭৫ এর ১৫ অগাস্ট কালরাতে জাতির পিতার পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ধানমন্ডী ৩২ নম্বরের বাড়িতে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘাতক চক্র।নিজের ছোটভাই শেখ রাসেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন শেখ হাসিনা, আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। স্মৃতি রোমন্থনে ছোট্ট, চঞ্চল, সদা হাস্যোজ্জ্বল রাসেলকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের মানসপটে তুলে আনেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আজকে ৫৪ বছর বয়স পূরণ করেছে রাসেল। বেঁচে থাকলে তাঁকে দেখতে কেমন লাগতো? আজকে রাসেল আমাদের মাঝে নেই।’তিনি শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশে করে বলেন, ‘আমি আমার রাসেলকে হারিয়েছি। কিন্তু লাখো রাসেলকে পেয়েছি।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু দরিদ্র মানুষের সঙ্গে নিজের খাবার ভাগ করে খেতেন। ঠিক সেই গুণটি রাসেলের মধ্যেও ছিল। গ্রামে গেলে দরিদ্র শিশুদের যে কিছু দিতে হবে তা সে চিন্তা করতো। রাসেলের খুব শখ ছিল বড় হয়ে সে আর্মি অফিসার হবে। সেভাবেই যেন নিজেকে গড়ে তুলছিল। তিনি বলেন, সে কাঠের বন্দুক বানাতো। সেটা নিয়ে খেলা করতো। এই শিশুদের জন্য মাকে বলতো যে কাপড়-চোপড় কিনে দিতে হবে। মা ঠিকই কাপড়-চোপড় কিনে দিতেন। সে তাদের প্যারেড করাতো।’‘প্যারেড করানো শেষে তাদের খাবার দিত। আর সবাইকে ছোট ছোট এক টাকার নোটের বান্ডিল থেকে একটা করে টাকা দিত। এটা সে করবেই।’

সরকার প্রধান বলেন, ‘বেঁচে থাকলে দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারতো রাসেল। কিন্তু ঘাতকরা একজন ছোট্ট শিশুকেও বাঁচতে দেয়নি।’

শেখ হাসিনা বলেন, রাসেলের জন্ম হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। ঠিক যেই মুহূর্তে রাসেল জন্মায় তখন আব্বা খুব ব্যস্ত। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ফাতেমা জিন্নাহ প্রার্থী। তিনি সেই নির্বাচনে প্রচারণার কাজে চট্টগ্রামে ছিলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। রাসেলের জন্ম হওয়ার পর আমরা তাঁকে খবর দেই।তিনি বলেন, জাতির পিতা ’৬৭ সালে যখন কারাগারে গেলেন, রাসেলের বয়স তখন ২ বছরও হয়নি। তখনই সে বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা কারাগারে যেতাম আব্বার সঙ্গে দেখা করতে। রাসেল কিছুতেই আসতে চাইতো না। সে বাবাকে ছাড়া আসবে না। বাবাকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। সেই সময় আমার বাবা বলতে বাধ্য হলেন, এটা আমার বাড়ি। আমি আমার বাড়িতে থাকি। তুমি তোমার মায়ের বাড়িতে যাও। তখনও সে ভালো করে কথাও বলতে পারে না। তারপরে সে প্রচ- কান্নাকাটি করত। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসতে হতো।তিনি বলেন, যে দিন আমরা জেলখানায় দেখা করতে যেতাম সেই দিন সে খুব অস্থির থাকত। ঘুমাতে চাইতো না, খেতে চাইতো না। অনেক সময় মধ্য রাতে উঠে বসে থাকতো, আমাদের সবাইকে ডাকতো। আমরা সব ভাই-বোন গিয়ে তার কাছে বসতাম। সে কিছু বলতে পারছে না। সে তার মনের ব্যথাটা জানাতে পারছে না। কিন্তু তার বেদনাটা আমরা বুঝতে পারতাম।বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, ‘কারাগারে গিয়ে একবার সে আব্বার মুখের দিকে তাকাতো, আব্বা বলে ডাকতো। আবার মায়ের দিকে তাকাতো। তখন মা বলেছিলেন, ও যেহেতু আব্বা আব্বা বলে কান্নাকাটি করে তাই আমি বলেছি আমাকেই ছয়ের পাতায়

চুক্তি নিয়ে সমালোচনা করলেও ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান না বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, অক্টোবর ১৮।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে দুই দেশের মধ্যে হওয়া চুক্তি নিয়ে সমালোচনা করলেও ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান না আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের মানববন্ধনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ মন্তব্য করেন।অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দেশের স্বার্থ রক্ষা হয়নি বলে সরকারের সমালোচনামুখর বিএনপি।

আমীর খসরু বলেন, চুক্তির বিষয়ে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এখানে কিছু বলার প্রয়োজন নাই। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সেদেশের সরকার তার ভোটারদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছে।তারা যা পাবার নয়, তার চেয়ে বেশি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে নিয়েছে।সরকারের শুদ্ধি অভিযানে দুর্নীতি নির্মূল হবে না বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, আমরা বলতে চাই, বাংলাদেশে দুর্নীতির যে চিত্র, দুর্বৃত্তায়নের যে চিত্র, দশ-বিশটা অভিযানের মাধ্যমে এই দুর্নীতি শেষ হবে না, লক্ষ অভিযান করেও এই দুর্নীতি এই দুর্বৃত্তায়ন শেষ হবে না।যারা দুর্নীতি করছেন, যারা দুর্বত্তায়ন করছেন, যারা অন্যায়-অবিচার করছেন তাদের জন্য মাঠ খোলা আছে। কারণ যে দেশে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই একই কাজে ব্যস্ত তারা আবার অন্যের কাজে কীভাবে বাধা দেবে?

দেশের অর্থনীতির অবস্থা তুলে ধরে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যদের বাংলাদেশে ব্যবসা করার কোনো সুযোগ নাই, সাধারণ মানুষের চাকুরি পাওয়ারও কোনো সুযোগ নাই।প্রতিবছর লোকজন ৭০ হাজার, ৮০ হাজার, ৯০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে এর একটা বড় অংশ হচ্ছে দুর্নীতির টাকা, দুর্বৃত্তায়নের টাকা। এটা পরিপূর্ণভাবে আওয়ামী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, দলীয় অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার বিচারও এসরকার সুষ্ঠুভাবে বিচার করবে কি না তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন খসরু।

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি বলেন, আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, আইনি লড়াইয়ে দেশনেত্রীর মুক্তি হবে না, আইনি লড়াইয়ে গণতন্ত্রের মা মুক্তি পাবে না।সকলকে আগামী দিনে রাস্তায় নেমে আন্দোলনে যেভাবে নেলসন ম্যান্ডেলা জেল থেকে বেরিয়েছিলেন, যেভাবে বিশ্বের প্রখ্যাত গণতন্ত্রকামী নেতানেত্রীরা জেল থেকে বেরিয়েছিলেন, বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার জন্য আমাদেরকে সেই পথে যেতে হবে।এই মানববন্ধনে আরো বক্তব্য রাখেন গণস্বাস্থ্য সংস্থার ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, কাদের গনি চৌধুরী, রফিক শিকদার, ফরিদ উদ্দিন ও কাজী মনিরুজ্জামান।

সরকার খালেদা জিয়াকে মেরে ফেলতে চায় সেলিমা রহমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, অক্টোবর ১৮।। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী দলের উদ্যোগে আয়োজিত এক মানববন্ধনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন,দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে কারাগারে আটকিয়ে রেখেছে সরকার। তাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না।

আমরা আশঙ্কা করছি, দেশনেত্রীকে ধীরে ধীরে হত্যা করার পরিকল্পনা চলছে। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ, তার কোনো সুচিকিৎসা হচ্ছে না, তাকে বের হতে সরকার বাধা দিচ্ছে।

খালেদা জিয়া ও ছাত্রদলে ইসহাক সরকারের মুক্তির দাবিতে আয়োজিত এই মানববন্ধনে সংগঠনের সভানেত্রী অর্পনা রায়ের সভাপতিত্বে বিএনপির তৈমুর আলম খন্দকার, শিরিন সুলতানা, শহিদুল ইসলাম বাবুল, ফরিদা ইয়াসমীন প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন।

কালো টাকা দিয়ে ঐক্য বিনষ্টের চেষ্টা সফল হবে না ঃ ড. কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, অক্টোবর ১৮।। স্বৈরশাসকরা যুগে যুগে জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করতে কালো টাকা ও সাম্প্রদায়িকতা ব্যবহারের চেষ্টা করলেও তা সফল হয় না বলে মন্তব্য করেছেন গণফোরাম সভাপতি ড় কামাল হোসেন। শুক্রবার রাজধানীতে নির্বাচন নিয়ে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির বিষয়ে এক আলোচনা সভায় বিএনপিকে নিয়ে গঠিত সরকারবিরোধী জোটের প্রধান নেতা এ মন্তব্য করেন।তিনি বলেন,আমরা যখনই ঐক্য গড়ার চেষ্টা করি, তখনই কালো টাকা দিয়ে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে সামনে আনা হয়। কিন্তু জনগণ এগুলোকে প্রশ্রয় দেয় না বলে সরকার সফল হয় না।সরকার চেষ্টা করে সংকীর্ণ দলীয় বক্তব্য দিয়ে এবং কালো টাকা ব্যবহার করে অনৈক্য সৃষ্টির। কিন্তু তারা কোনো দিনও সফল হয়নি। যখনই আমরা ঐক্যের ডাক দিয়েছি, তখন মানুষ সরকারের এই নেতিবাচক চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জনগণের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে। এই ঐক্যের মধ্য দিয়ে যতগুলো চ্যালেঞ্জ ফেইস করতে হয়েছে, আমরা সেটা করেছি। এবারও সেটা করতে হবে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের উদ্যোগে ‘নির্বাচনকেন্দ্রিক সংকট সমাধানে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা’ শীর্ষক আলোচনা সভাটি হয়।জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড় কামাল বলেন, জনগণকে ক্ষমতার মালিকের ভূমিকা রাখতে হবে, আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে। সেজন্য আমাদের এই ঐক্যের ডাক, ঐক্যের রাজনীতির ডাক।অতীতে আমরা ভালো সাড়া পেয়েছি, সফল হয়েছি। এবারো আমরা ঐক্যের ডাক দিয়ে নেমেছি — মানুষের সাড়াও পড়ছে। আমরা বিশ্বাস করি, ঐক্যের ডাকের গুরুত্বটা জনগণ উপলব্ধি ক ব. ে ছ ন। এ জ ন্য পাড়া-মহল্লা-গ্রামে ঐক্যের ডাক নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,এই ঐক্যকে আরো সুসংহত করে আমরা আগামীতে দেশকে জনগণের নিয়ন্ত্রণে আনব। ঐক্য সৃষ্টি হলে স্বৈরশাসনের সম্ভাবনা থাকে না, স্বৈরশাসন টিকে থাকতে পারবে না।আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মানুষকে বুঝাতে পারি দেখেন, আমাদের শক্তি উৎস জনগণ, তাদের সাড়া আমরা সব সময় পেয়েছি। আমাদের সবাইকে মাঠে লেগে থাকতে হবে, জনগণের কাছে যেতে হবে।

ড. কামাল বলেন, জনগণের শাসন হবে প্রত্যেক স্তরে কেন্দ্রতে, জেলায় জেলায়, স্থানীয় পর্যায়ে সবখানে। এটা হলে কার্যর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, জনগণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত হবে।

সভায় ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের প্রসঙ্গ টেনে জেএসডির সভাপতি আসম আবদুর রব বলেন,সম্রাট সাহেবের ইনটেরোগেশনটা জাতি শুনতে চায়। কাকে কাকে টাকা দিয়েছেন? কেন ২৫ দিন পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করতে দেরি হল? বাজারে গুজব, অনেক মন্ত্রীর নাম আছে। আমাদের দেশের মানুষকে সন্দেহের মধ্যে রাখবেন না, বিষয়টা পরিষ্কার করুন।তিনি বলেন,বাংলাদেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে বিদেশের কাছে ‘পানি, গ্যাস, সীমান্ত’ বিক্রি করে দেওয়ার জন্য যে চুক্তি হয়েছে, সেটার প্রতিবাদ করে ফেসবুকে আবরার একটা পোস্ট দিয়েছিল, সেজন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে।আবরারকে শুধু হত্যা করা হয়নি, বাংলাদেশটাকে হত্যা করা হবে, পুরো জাতিকে হত্যা করা হবে, আমাদের অস্তিত্বকে বিলিন করে দেওয়া হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে হত্যা করা হবে।

ক্ষমতাসীনদের সতর্ক করে সাবেক এই ছাত্রনেতা বলেন,মনে রাখুন, ঢাকায় আসাদ গেটের নাম আইয়ুব গেট ছিল। আসাদের মৃত্যুর পরে এর নাম দিয়েছি আসাদ গেট।সেই আইয়ুব খানও চলে গেছে আসাদ হত্যার কারণে, আবরার হত্যার কারণে আপনাদেরকেও চলে যেতে হবে। সেইদিন বেশি দূরে নয় অপেক্ষা করেন।

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের জাতীয় সমন্বয়ক এ আর শিকদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক ড় রেজা কিবরিয়া, প্রেসিডিয়াম সদস্য মহসিন রশিদ, জেএসডির সহ-সভাপতি তানিয়া রব, সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের আবু লায়েস মুন্না ও সিরাজুল ইসলাম বক্তব্য দেন।

বাংলাদেশে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ নিরাপদ ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী রেজাউল করিম

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ১৮।। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন,সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনন্য নিরাপত্তার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে সরকার।তিনি বলেন,শেখ হাসিনার আমলে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ নিরাপদ। একটি জাতি বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি বৃহত্তর পরিচয় বহন করে। সকলের মত ও পথ নিয়েই বাংলাদেশ। দেশে সব ধর্মের মানুষ রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে এবং পাবে।মন্ত্রী শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বনানীতে গারো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ওয়ানগালা উৎসব উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। গারো ঐতিহ্যবাহী ওয়ানগালা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মুকুল চিছামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন এডভোকেট আব্দুল বাসেত মজুমদার, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের পরিচালক থিওফিল নওরেক, গারো ওয়ানগালার নকমা (সমাজ প্রধান) সাগর রিছিল প্রমুখ। মন্ত্রী বলেন,একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গারো সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। গারো সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ধারণায় একাত্ব থেকে বাংলাদেশের সকল স্বাধিকার আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী হাসিনার উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় গারো সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা মানুষ। দ্বিতীয় পরিচয় আমরা বাঙালি। তারপরের পরিচয় আমরা কে কী ধর্মের।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য জার্মানির প্রতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ১৮।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন জার্মানিতে তার প্রথম সরকারি সফরে বাংলাদেশে সমান-সুযোগ নিতে জার্মান উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। বার্লিনে বৃহস্পতিবার জার্মান ফেডারেল এসোসিয়েশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এন্ড ফরেন ট্রেড’র (বিডব্লিউএ) সঙ্গে বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবসা-বান্ধব নীতি এবং পরিবেশের কথা তুলে ধরেন।

শুক্রবার প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের অবকাঠামো নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং শিল্প কারখানা খাতে বিনিয়োগের জন্য জার্মান কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্সেডিস, বিএমডব্লিউ এবং ভক্সওয়াগনের মতো জার্মান বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোকে চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পনগরে তাদের এ্যাসেম্বল কারখানা স্থাপনের আহ্বান জানান।জার্মান কোম্পানিগুলোর লাভজনক বিনিয়োগের নিশ্চয়তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে সম্প্রতি ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনএসডিএ) গঠনের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তরুণ জনগোষ্ঠীকে একটি বলিষ্ঠ ও দক্ষ কর্ম শক্তিতে পরিণত করতে জার্মানির প্রতি আহ্বান জানান। এতে বাংলাদেশ ও জার্মান বিনিয়োগকারীদের সমান স্বার্থ নিশ্চিত হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে বিজিএমইএ সভাপতি ড় রুবানা হক বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।একই দিনে ছয়ের পাতায়

খালেদাকে ছাড়া জাতীয়তাবাদী শক্তি নিথর: গয়েশ্বর

মনির হোসেন,ঢাকা, অক্টোবর ১৮।। দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হয়ে কারাবন্দী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা ছাড়া ‘বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি’ উজ্জীবিত হবে না বলে মনে করেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

শুক্রবার রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, আসুন আমরা দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করব- এটা ভাবি। খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার কথা কেন ভাবছি?কারণ, তাকে ছাড়া জাতীয়বাদী শক্তি নিথর হয়ে যাচ্ছে। চেতনার যে ছেদগুলো সেখানে নতুন রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে না, নতুন রক্ত সৃষ্টি হচ্ছে না।বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর বলেন,বেগম খালেদা জিয়া আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা। তিনি জেলে আছেন, আমাদের সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা ভেঁতা হয়ে গেছে। সেখানে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে না কেন? তার মানে আমরা ও আমাদের চেতনার মধ্যে ফারাক আছে অথবা আমাদের প্রতিশ্রুতির অভাব আছে।প্রতিশ্রুতি যদি শক্ত অবস্থানে আসে তবে প্রতিশ্রুতি থেকে সাহসের সঞ্চার হয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন আমরা প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগুব তখন কোনো বাঁধাই আটকাতে পারবে না। জাতীয় প্রেস ক্লাবের মওলানা আকরাম খাঁ হলে বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আফসার আহমদ সিদ্দিকীর ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে আফসার আহমদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন।সংগঠনের সভানেত্রী ও প্রয়াত নেতার সহধর্মিনী জাহানারা সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত ও প্রয়াত নেতার ছেলে জামিল আহমদ সিদ্দিকী বক্তব্য দেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটিকে বিশ্বমানের করে গড়ে তোলা হবে তথ্যমন্ত্রী হাছান

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ১৮।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটিকে বিশ্বমানের করে গড়ে তোলা হবে।১০৫ একর ভূমিতে গড়ে উঠা বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটির উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এখানে আন্তর্জাতিক মানের শুটিং স্পট, হেলিপ্যাড, রিসোর্ট, উন্নতমানের পিকনিক স্পট, ফুলের বাগানসহ মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।’ মন্ত্রী শুক্রবার গাজীপুরের আন্দারমানিক এলাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটিতে মাস্টার প্লান অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে এসব কথা বলেন।এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তথ্য সচিব আব্দুল মালেক, বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আব্দুল করিম, যুগ্ম সচিব নুজহাত ইয়াসমিন, পরিচালক কে এম আইয়ুব আলী, সহকারী পরিচালক (এফডিসি) মো: রফিকুল ইসলাম, গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শংকর দত্ত, জেলা তথ্য অফিসার জালাল আহমেদসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটির ক্যাফেটেরিয়া, লেকসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী দল জামায়াতকে একটু তালাক দিন : বিএনপিকে জাফরুল্লাহ

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ১৮।। বিএনপিকে আবারও বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গ ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।দুই দশক ধরে বিএনপির জোটসঙ্গী জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। জোট থেকে এই দলটিকে বাদ দিতে এর আগেও কয়েক দফায় বিএনপি নেতাদের পরামর্শ দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা জাফরুল্লাহ।

বিরোধী জোটে থাকলেও কয়েক বছর ধরে প্রকাশ্য সভা-সমাবেশ না করা জামায়াতের একজন নেতা গত মঙ্গলবার বুয়েটছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদ সভায় কঠোর ভাষায় সরকারের সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নয়া দিল্লি সফরে ভারতের সঙ্গে করা চুক্তিগুলোকে ‘দেশবিরোধী’ আখ্যা দিয়ে ‘আধিপত্যবাদের’ বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির নায়েবে আমির গোলাম পারওয়ার।এরপরই আবার বিএনপিকে জামায়াত ছাড়ার আহ্বান জানালেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ডা. জাফরুল্লাহ।

শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে উদ্দেশ করে এই আহ্বান জানান তিনি।জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন,এখানে বিএনপির আমীর খসরু সাহেব আছেন। ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনা আপনাদেরই দায়িত্ব, জনগণ তাকিয়ে আছে। আপনাদেরকে এখন সব রকম বিভেদ ভুলে গিয়ে একত্রিত হতে হবে।জামায়াতকে একটু ‘তালাক’ দিয়ে আপনারা রাস্তায় নামেন। দেখবেন বাংলাদেশ আপনাদের সাথে আছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মুক্তি আসছে, বেগম খালেদা জিয়ারও মুক্তি হবে।খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য বিএনপি নেতা-কর্মীদের প্রতিদিন রাস্তায় কর্মসূচি করার পরামর্শ দেন বিএনপি সমর্থক পেশাজীবী নেতা জাফরুল্লাহ।

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মানববন্ধনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা কাদের গনি চৌধুরী, রফিক শিকদার, ফরিদ উদ্দিন, কাজী মনিরুজ্জামান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জিয়াগঞ্জের শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের তদন্তে ফরেনসিক

বহরমপুর, ১৮ অক্টোবর (হি.স): জিয়াগঞ্জের শিক্ষক বন্ধু প্রকাশ পাল ও তাঁর পরিবারকে খুনের ঘটনায় তাঁর বাড়িতে শুক্রবার তদন্ত করল ফরেনসিক দল । আজ সকালে ওই বাড়িতে ছয় সদস্যের এক ফরেনসিক দল আসেন । তাঁরা বন্ধুপ্রকাশের বাড়ির ভিতর ও বাইরে থেকে নানা নমুনা সংগ্রহ করেন।

বিভিন্ন জায়গায় ছবি তোলেন ফরেনসিক দলের সদস্যরা। এই ফরেনসিক দলের নেতৃত্বে ছিলেন সিনিয়র সাইনন্টিস ডাঃ চিত্রাক্ষ সরকার। তিনি বলেন, 'এখান থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছি যা আমাদের ল্যাবের অভ্যন্তরে পরীক্ষা করা হবে । এখান থেকে যে নমুনা আমরা সংগ্রহ করেছি তা আমাদের কাজের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি আরও বলেন, ঘটনাস্থল ঘরের ভেতর সমস্ত নমুনায় অক্ষত রয়েছে।

দশমীর সকালে একই পরিবারের তিন সদস্যের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতদের নাম বন্ধুপ্রকাশ পাল (৩৫), তার স্ত্রী বিউটি পাল (৩০) ও পুত্র অঙ্গন পাল (৬)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত প্রকাশবাবু আজিমগঞ্জের গোসাঁই গ্রাম সাহাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী এলাকায় আদিবাড়ি হলেও, চাকরির সুবাদে স্ত্রী বিউটি ও ছেলে অঙ্গনকে নিয়ে জিয়াগঞ্জের লেবুতলায় থাকতেন ওই শিক্ষক।

কিছুদিন আগে সাগরদীঘির করনদীঘি এলাকা থেকে অভিযুক্ত উৎপল বেহারা নামে মূল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত উৎপল বেহারা পেশায় রাজমিস্ত্রী । বিমার টাকা নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে বন্ধুপ্রকাশ পাল ও তাঁর পরিবারকে খুন করেছে উৎপল । বন্ধুপ্রকাশ পালের থেকে ৪৮ হাজার টাকা পেত উৎপল । সেই টাকার জন্য বন্ধুপ্রকাশ পালকে বারবার চাপ দিত সে । দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিয়েছিল কিন্তু তার রসিদ পায়নি সে । সেটি চাইতে যাওয়াতেই অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ শুনতে হয় তাকে ।

যেটা মেনে নিতে পারেননি উৎপল বেহেরা । এই নিয়ে বচসা বাধে । তারপরই খুনের সিদ্ধান্ত নেয় সে ।

যাদবপুরে সমাবর্তনে সম্মানপ্রাপকদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন রাজ্যপালের, তৃণমূল নেতাদের মন্তব্যে ক্ষোভ

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.): যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট ডি-এসসি সম্মানপ্রাপকদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আচার্য তথা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর ঊ একই সঙ্গে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর সম্পর্কে তৃণমূল নেতাদের মন্তব্যেঊ বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ এবং প্রাক্তন বিদেশ সচিব সলমন হায়দারকে ডি-লিট দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় একই সঙ্গে 'ভারতরত্ন' সিএনআর রাও এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের দিন ডি-এসসি সম্মান দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু, শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠকে এই তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বাকি সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ওই তালিকাতেই চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ে। রাজ্যপালও বিষয়টি মেনে নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বৈঠক (কোর্ট মিটিং)-এ উপাচার্য, সহ উপাচার্য এবং বিভাগীয় প্রধান (ডিন)-রা উপস্থিত থাকেন। এ ছাড়া থাকেন আচার্যের মনোনীত পাঁচ জন ছাড়াও অন্য সদস্যেরা। এ দিনের ওই বৈঠকে প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। যে হেতু আচার্যের মনোনীত সদস্যরা বৈঠকে থাকেন, তাই সাধারণত তিনি নিজে এ সব বৈঠকে উপস্থিত থাকেন না। কিন্তু, এ দিনের বৈঠকে আচার্য জগদীপ ধনকর নিজে উপস্থিত ছিলেন। এবং নজিরবিহীন ভাবে ডি-লিট এবং ডি-এসসি প্রাপকদের তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পরে সর্বসম্মতির কারণে শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল তা মেনে নেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় এ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রথমে আচার্যের আপত্তি ছিল। সকলের সম্মতি থাকায় পরে তাঁকে ওই তালিকা মেনে নিতে হয়।" ওই বৈঠকে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভাগের প্রধান ওমপ্রকাশ মিশ্র। পরে তিনিও সাংবাদিকদের বলেন, সম্মান-প্রাপকদের ব্যাপারে রাজ্যপাল প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, এর আগে এমন ভাবে কোনও আচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট বৈঠকে অংশ নেননি। রাজ্যপালের মনোনীত পাঁচ জন সদস্য থাকেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যপালের 'সদুত্তর না পেয়ে' ক্ষুব্ধ যাদবপুরের দুই ছাত্র সংগঠন

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : আবেদন জানিয়েও রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছ থেকে 'সদুত্তর না পেয়ে' ক্ষুব্ধ যাদবপুরের এসএফআই এবং তৃণমূল ছাত্র সংগঠন। শুক্রবার এই দুই সংগঠনের তরফেই তাঁদের ক্ষোভের কথা জানানো হয়।

গত মাসে যাদবপুরে এবিভিপি'র একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গিয়ে সেখানেই ছাত্রদের ঘেরাটোপে পড়েন তিনি। বহুক্ষণ আটকে থাকার পর তাঁকে 'উদ্ধার' করতে যান খোদ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এর পরই রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। রাজভবনের তরফে কড়া চিঠি যায় নবান্নে। পাল্টা চিঠি দিয়ে জবাবও দিয়েছে রাজ্য সরকার। তারপরও একাধিক ইস্যুতে রাজ্য বনাম রাজভবন বাগবিতণ্ডা লেগেই রয়েছে। যার সদ্য সংযোজন পুজো কার্নিভাল ঘিরে রাজ্যপালের বক্তব্য।

শুক্রবার যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের বৈঠকে নজীরবিহীনভাবে অংশ নিতে যান রাজ্যপাল। এ দিন তাঁর বাড়তি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চোখে না পড়লেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র অরবিন্দ ভবন-সহ চত্বরে ছিল ব্যাপক নিরাপত্তা। সাদা পোষাকের পুলিশে চারদিক ছিল ছয়লাপ। হলুদ, সবুজ, গোলাপি চার্ট পেপারে নানা শ্লোগান লেখেন ছাত্ররা। সেগুলো তাঁরা শেষ পর্যন্ত সব কটি লিখে উঠতে বা দেওয়ালে লাগানোর অবকাশ পাননি। দাবির নিচে কোনও সংগঠনের বদলে ছিল 'হোক ইউনিয়ন' কথাটি।

এসএফআইয়ের শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গুন্ডামি', আমাদের তরফে থানায় এফআইআর, দেশের অর্তনৈতিক সঙ্কট ও নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রতিবাদ, বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জেন্ডার সেনসিটাইজড সেল' ও তফশিলি জাতি-উপজাতি সেল করা প্রভৃতি নিয়ে আজ আমরা রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিয়েছি। তিনি কোনও গুরুত্ব দেননি।

আর্টস ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (আফসু) কাজরী মজুমদার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, রাজ্যপালের নানা ক্ষেত্রে অতি সক্রিয়তার কথা শুনছি। কিন্তু গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হ্রাস, অধিগৃহিত সংস্থাগুলোয় কর্মীসঙ্কোচন প্রভৃতি নিয়ে আমরা ওনাকে স্মারকলিপি দিয়েছি। এ বিষয়টি তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন বলেন, "আমি সব সময় ছাত্রস্বার্থের কথা মাথায় রাখব। আমাকে কেউ মেল করলে তিনি নিশ্চয়ই জবাব পাবেন।" ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ভাঙচুর এবং যাদবপুরে এফএফআই ইউনিয়ন গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলে এক বিজেপি নেতার বক্তব্যের সমালোচনা করবেন কি তিনি?

ফের মেট্রোর লাইনে আত্মহত্যার চেষ্টা

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স): ফের মেট্রোর লাইনে আত্মহত্যার চেষ্টা। শুক্রবার বিকেল ৪ বেজে ৬ মিনিটে সেন্ট্রাল মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তি। ট্রেনটি দমদমের দিকে আসছিল। ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপাতত দমদম থেকে গিরিশ পার্ক ও এসপ্ল্যানেড থেকে কবি সুভাষের আপ এবং ডাউন লাইনে মেট্রো চলাচল করছে। রেক সরানোর কাজ চলছে।

জানা গেছে, মেট্রোয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে এক স্কুল পড়ুয়া। দমদমগামী মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দেয় ওই স্কুল ছাত্র। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দমদম থেকে গিরীশ পার্ক এবং এসপ্ল্যানেড থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত আপ এবং ডাউন লাইনে পরিষেবা সচল রয়েছে। মাঝের অংশে বন্ধ রয়েছে পরিষেবা। সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে আচমকা পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় দুর্ভোগে নিত্যযাত্রীরা। উদ্ধারকার্য মিটলেই পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে মেট্রো কতৃপক্ষ।

মেট্রো রেল সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার প্রায় আধঘণ্টা পর ওই ছাত্রের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ছেলেটিকে উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছেলেটির গায়ে স্কুলের জামা রয়েছে। তাঁর নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে। নেহাতই দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ছেলেটি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল তাও জানার চেষ্টা চলছে।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন জিয়াগঞ্জের নিহতদের পরিবার

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স): জিয়াগঞ্জে পরিবার সহ শিক্ষক খুনের ঘটনার তদন্ত চেয়ে এবার নবান্নের দ্বারস্থ নিহতদের পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলেন জিয়াগঞ্জের নিহত বন্ধুপ্রকাশ পাল ও তাঁর স্ত্রী বিউটি পালের পরিবারের সদস্যরা । শুক্রবার বিকেলে নবান্নে পৌঁছন তাঁরা । এর আগে ভবানী ভবনে সিআইডির আধিকারিকদের সঙ্গেও দেখা করেন তাঁরা ।

তদন্তেরই অংশ হিসেবে শুক্রবার সিআইডির সদর দফতরে ভবানী ভবনে এসেছিলেন জিয়াগঞ্জে নিহতের পরিবারের ৬জন। তাঁদের মধ্যে ৩ জন শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পালের আত্মীয় এবং বাকি ৩ জন স্ত্রী বিউটির আত্মীয় বলে জানা গেছে। ভবানী ভবনে তাঁদের জেরা পর্ব শেষ হওয়ার পরই তাঁরা নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তা জানার পর ভবানী ভবনের অফিসাররা ঠিক করেন, তাঁদের যথাযথ নিরাপত্তা দিয়ে পাঠানো হবে নবান্নে। তাঁদের রীতি মতো পুলিশি প্রহরায় পৌঁছে দেওয়া হয় নবান্নে। শুক্রবার দুপুর নাগাদ ৬ জনের দলটি পৌঁছান নবান্নে। নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁরা জানান যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে চান। সাক্ষাতের জন্য আগাম কোনও সময়সূচি নির্ধারিত না থাকায়, তাঁদের অপেক্ষা করতে বলা হয়। নবান্নের ১৩ তলায় তাঁরা অপেক্ষা করেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের সঙ্গে দেখা করেন।

বিজয়া দশমীর দিন বেলা বারোটা নাগাদ জিয়াগঞ্জ শহরের লেবুবাগানে বাড়ির ভেতরে ঢুকে খুন করা হয়েছিল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল, তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী বিউটি মণ্ডল পাল ও তাঁদের ৬ বছরের ছেলে বন্ধুঅঙ্গন পালকে। বাড়ির শোওয়ার ঘরের খাটের উপর দেহ মিলেছিল বন্ধুপ্রকাশবাবুর। মেঝেতে পড়েছিল তাঁর ছেলের রক্তাক্ত দেহ। পাশের ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছিল বন্ধুপ্রকাশবাবুর স্ত্রী বিউটির ক্ষতবিক্ষত দেহ। ঘটনার সাতদিন পর ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে উৎপল বেহড়া নামে ২০ বছরের এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। একটি পলিসির ২৪ হাজার প্রিমিয়ামের জন্যই পেশায় রাজমিস্ত্রী ওই যুবক বন্ধুপ্রকাশবাবু এবং তাঁর স্ত্রী পুত্রকে খুন করেছে বলে দাবি করেছিল পুলিশ। যদিও নিহত শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পালের মা মায়ারানি পালের অভিযোগ, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে বড় রহস্য আছে। পুলিশ এখনও তা খুঁজে বের করতে পারেনি। তিনি বলেন, 'উৎপল একা এই খুন করেনি। সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্য ও কেন আমার ছেলের পরিবারকে শেষ করে দিতে যাবে'? মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সেই বিষয়টাই জানাতে চান তিনি

বরখাস্ত

● প্রথম পাতার পর

গ্রেফতারের জন্য তৎপর হয়েছে সরকার। তবে, তিনি এখনই আত্মসমর্পণ করছেন না, সে-কথাও সাফ জানিয়েছেন পুরুষোত্তমবাবু।

প্রসঙ্গত, দুদিন ধরে পুলিশ পূর্ত দফতরে দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতারে পুলিশি ব্যর্থতায় একজন পুলিশে সুপার বরখাস্ত হয়েছেন এবং এক ডিআইজি অপসারিত হয়েছেন। এছাড়া, রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদলও করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু, বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতারে এখন পর্যন্ত ফল শূন্য।

এদিকে, সিপিএমের দাবি, বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তাই তিনি হাইকোর্টে জামিনের আবেদনের নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করবেন না।

শ্রীনগরে

● প্রথম পাতার পর

তিনি দিনমজুরি কাজ করেন। তিনি সাব্রুমের মাধভ নগরের বাড়িতে দ্বিতীয় সংসারে থাকতেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত স্বপন দাসের বৌ দীপালি দাস কয়েক মাস আগে বেসরকারি একটি সংস্থা আশা থেকে আরআইএন নিয়েছিলো এবং ছেলে দেবাশীষ আর একটি বেসরকারি সংস্থা বন্ধন থেকে আরআইএন নিয়ে একাট অটো কিনেছিল। টাকা পয়সার নিয়ে প্রায়দিন ঝামেলা লেগেই থাকে। গতকাল এই ঝামেলা চরম আকারন ধারন করেন। জানা গিয়েছে, ছেলে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে খাটের স্টেন্ড দিয়ে প্রচন্ড মারধর করে তার বাবাকে। পরে স্বপন দাসের স্ত্রী তাকে বাইরে নিয়ে তালা মেরে দেয়।

সকাল বেলা ৮টা নাগাদ স্ত্রী থানাতে খবর দেয়। খবর পেয়ে সাব্রুমের এসডিপিও ও মনুবাজার থানার ওসি ছুটে গিয়ে মৃতদেহটি শ্রীনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মর্গে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে প্রথমা সংসারের ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসে। এই ব্যপারে পুলিশ দেবাশীষ দাসকে গ্রেপ্তার করে। শেষ মুহূর্তের খবর মৃত দেহের পোস্টমের্টেমের পর পুলিশ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

হোস্টেলের

● প্রথম পাতার পর

পানীয় জলের কিছু সমস্যা রয়েছে। তিনি জানান, ছাত্রীদের অভিভাবকদের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

হোস্টেল সুপারের কাছ থেকে জানা গেছে, গতকাল রাতের খাবারে মেনু অনুযায়ী ডিম ভাত দেওয়া হয়েছিল। সেই খাবার খাওয়ার পরই ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে, খাবার, নাকি পানীয় জল খেয়ে ছাত্রীরা অসুস্থ হয়েছেন তা খতিয়ে দেখতে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ জলের নমুনা ডিডব্লিউএস দফতরের কাছে পাঠিয়েছে। ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল পূর্ণিমা দাস জানিয়েছেন, আজ দুপুরে ওই ছাত্রীদের মধ্যে ১২ জনকে চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তবে, দুই ছাত্রীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের চিকিৎসা চলছে। অবশ্য, ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল আশ্বস্ত করেছেন, ওই দুই ছাত্রী খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। জানা গিয়েছে ওই মহিলা নিঃসন্তান। বিশালগড় থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে।

স্বামী

● প্রথম পাতার পর

কারণেই তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে তার মৃত্যুর পর পরিস্থিতি বেগতিক আকার ধারণ করে। পুলিশ এ ব্যাপারে গ্রহণ করেছে। পাপিয়া দত্ত জানান, ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে সকলকে সোচ্চার হওয়ার জন্যও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, রঞ্জিতনগরের গৃহবধূ মৌসুমী রায়ের উপর ক্রমাগত নির্যাতন হত বলে মহিলা কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন।

সে কারণেই ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে তিনি মৃত মৌসুমী রায়ের বাপের বাড়িতে যান। ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তিনি অবগত হয়েছেন গৃহবধূ মৌসুমী রায়কে নির্যাতন চালিয়েই মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে সকলকেই সোচ্চার হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যে মহিলা নির্যাতন রোধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা থাকলেও নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনার কষ্টকর হয়ে উঠেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রতিদিনই নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে।

টেন্ডার

● প্রথম পাতার পর

টেন্ডার আহ্বান করা হয়। মূলত বাজারের সাপ্তাহিক চাঁদা আদায়ের জন্য টেন্ডার মারফত লোক নিয়োগ করা হয়। প্রতি সপ্তাহে শনিবার মনুবাজারে সাপ্তাহিক হাট বসে। এই বাজার থেকে আদায় করা চাঁদার একটি অংশ দেওয়া হয় জোনাল অফিসকে। বাকি টাকা যারা সংগ্রহ করে তাদের পকেটে যায়। প্রতি সপ্তাহে টেন্ডারের মাধ্যমে কমিটি নিয়োগ করা হয়। আগামীকল সাপহাহিক হাট বাজারের জন্য সকালে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে বিজেপি এবং আইপিএফটির স্থানীয় কর্মীরা এই টেন্ডারে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করে। তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে এক সময় শুরু হয় বাক বিতন্ডা। পরে উত্তেজিত হয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দা-লাঠি নিয়ে হামলা চালানো হয়। তাতে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দুই পক্ষের মধ্যে ছয় জন গুরুতর আহত হয়। তাদের হাসপাতালে পৌঁছানো হয়েছে।

মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই বাজারগুলি ছাড়া ত্রিপুরায় ছোট-ছোট ৫৫৪টি বাজার রয়েছে। যা সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না।

এদিন জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ই-এনএএম একটি প্রকল্প শুরু করেছে। তাতে, বাজারগুলির উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ওই প্রকল্পের সুযোগ পেতেই আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাঁর কথায়, ওই আইন সংশোধন হলে পাইকারি বিক্রেতাদের একটি লাইসেন্সে সারা ত্রিপুরায় ব্যবসা করার সুযোগ মিলবে। তাছাড়া, ফল ও সবজির পাইকারি বিক্রেতাদের লাইসেন্স প্রয়োজন হবে না। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই প্রকল্পের অধীন ই-মার্কেট চালু হবে। তাতে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক বাজারের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করবে এবং ওই টাকা খরচ করে পরিকাঠামো গঠন করা হবে। তাঁর দাবি, ই-মার্কেট গঠন করা হলে মুম্বাইতে বসে মানুষ ত্রিপুরার গন্ডাছড়ায় বাজারে আনারস কিনতে পারবেন। তাই, ওই আইনের সংশোধনী বিল দ্রুত পাস করাতে চাইছে ত্রিপুরা সরকার, বলেন তিনি।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

গোটা দেশ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু, সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনও লক্ষণ নজরে আসছে না। তাঁর কথায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য কবর খুড়া হচ্ছে। কারণ, ভারত সরকার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করাতে চাইছে। তাঁর মতে, ওই বিল পাশ হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকরা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হবেন। কারণ, তাঁদের অধিকার হরণের চেষ্টা চলছে। ফেলেরিওর দাবি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় কংগ্রেস বরাবর অবস্থান একই রাখবে। কারণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, এনজিও, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ প্রত্যেকেই ওই বিলের বিরোধিতা করছেন।

তবে, এনআরসির পক্ষে কংগ্রেস, এ-কথা অকপটেই জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, জনগণের অধিকার রক্ষায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করলেও এনআরসি-র পক্ষে কংগ্রেস। তিনি জানান, অসমে এনআরসি সমর্থন করেছে কংগ্রেস। সে-ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যে এর বিরোধিতা করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে, রাজ্যস্তরীয় নেতৃত্ব আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এনআরসির সমর্থন বা আপত্তি জানাতেই পারেন। তাঁর বক্তব্য, এনআরসি সম্পূর্ণই সুপ্রিমকোর্টের নজরদারিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাই, সুপ্রিমকোর্ট অন্য কোনও রাজ্যে এনআরসি চালু করার নির্দেশ দিলে তাতে কংগ্রেস আপত্তি করবে না।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

হবে। তাতে, তপশীলি জাতি ৪ জন, তপশীলি উপজাতি ৭ জন এবং সাধারণ শ্রেণীর ১১ জনকে নিয়োগ করা হবে। তাঁর কথায়, এখন ক্রাইম ব্রাঞ্চকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার সময় হয়েছে। ফলে, নতুন কর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ক্রাইম ব্রাঞ্চ গঠন করেছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ক্রাইম ব্রাঞ্চ থাকলেও, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার কখনই ক্রাইম ব্রাঞ্চ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। শিক্ষা মন্ত্রীর দাবি, অপরাধ দমনে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পাচারকালে

● প্রথম পাতার পর

উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের অনুমান, উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য ১৮ লক্ষ টাকা হবে। পানিসাগর থানার পুলিশ এনডিপিএস অ্যাক্টে একটি মামলা নিয়ে তদন্তের কাজ জারি রেখেছে। আগামীকাল ধৃত চালককে আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং তদন্তের জন্য পুলিশি রিমান্ডের আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও অভিজিৎ দাস। সাথে তিনি যোগ করেন, এখন থেকে জাতীয় সড়কে বহিঃরাজ্যের যানবাহনের উপর নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।

গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে ফের সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে ৫ শতাধিক গাঁজার চারা পুলিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। শারদোৎসবের পর এটিই বড় ধরনের গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান। প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের পরও বিভিন্ন স্থানে যে গাঁজা চাষ অব্যাহত রয়েছে এই ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে চলেছে। শারদীয়া পুজো উৎসব সমাপ্ত হতেই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান জোরদার করে তুলছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ শুক্রবার বড়মুড়া ফরেস্ট ল্যান্ডের কপালিবস্তিতে হানাদারি চালায়। ওই এলাকায় পুলিশ প্রায় ৫ শতাধিকের উপর গাঁজা গাছ কেটে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। যদিও এই ধ্বংস করা গাঁজা ক্ষেতের কোনো মালিকের খোঁজ পায়নি পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এ প্রসঙ্গে জানান, ধ্বংস করা গাঁজা গাছ গুলির বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ টাকা। পুলিশ জানায় এলাকাকে নেশামুক্ত রাখতে পুলিশে গাঁজা ও নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাকে সফল রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই এ ধরনের গাঁজা বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে বলে পুলিশের মহকুমা আধিকারিক জানিয়েছেন।

হাইকোর্টে যেতে বলল

তিনের পাতার পর

পিএমসি ব্যাংক এইচডিআইএল নামক একটি সংস্থাকে তার সঞ্চয়ের মোট অর্থের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোন দিয়েছে। এইচডিআইএলের এই লোন এনপিএ হওয়ার কারণে, ব্যাংক তার আমানতকারীদের অর্থ ফেরৎ দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।প্রসঙ্গ, পিএমসি ব্যাংকের তিনজন আমানতকারী ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করেছেন।

ভাইয়াজি যোশী

তিনের পাতার পর

থেকেই কাজ করে চলেছে। তবে পরিকল্পিতভাবে সঙ্ঘ ১৯৮৯ সাল থেকে সেবা কাজ শুরু করেছে। এখন সারা দেশে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা দেড় লক্ষেরও বেশি সেবা প্রকল্প পরিচালনা করছেন।

তিনি আরও বলেন যে, স্বয়ংসেবকরা প্রতিবন্ধীদের নিয়েও কাজ করছেন, যারা সচেতনতার প্রচার করেন। চক্ষুদান অভিযানের অনুপ্রেরণায় প্রতিবছর ২৫০ থেকে ৩০০ চক্ষুদান করা হয়। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কাজ করছেন। এই প্রচেষ্টা দ্বারা, এখন অবধি কেবলমাত্র গ্রামবাসীদের সহযোগিতায়ই দেশের আড়াইশ গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, আমাদের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে আমরা বিশ্বাস করি যে কেবলমাত্র গ্রামের লোকদের তাদের কাজ করা উচিত। আমরা কেবল সহযোগিতা করব। তিনি জানান সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক পরিবেশ, স্বনির্ভরতার মত বিষয়কে গ্রাম বিকাশে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তিনি আরও বলেন, দেশে এক লক্ষেরও বেশি গ্রাম রয়েছে, যেখানকার গ্রামবাসীরা সঙ্ঘের মতামত গ্রহণ করেন, তারা বোঝেন এবং সহযোগিতা করেন। প্রতিদিনের শাখায় ১৬-১৭ বছরের বেশি বয়সী স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা প্রায় ৪ থেকে ৫ লক্ষ। প্রতিদিন এই শাখায় আসা এই বয়সের স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা প্রায় চার লাখ। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ভাইয়াজি যোশীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ অরুণ কুমার এবং সহ প্রচার প্রমুখ নরেন্দ্র ঠাকুর ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান

পাচের পাতার পর

মোমেন জার্মানিতে বাংলাদেশ ফোরাম আয়োজিত বাংলাদেশ বিষয়ক সপ্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি ভিশন-২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। তিনি রোহিঙ্গা সংকটের বিষয় আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরার কথা উল্লেখ করেন এবং জরুরি ভিত্তিতে এই সংকট সমাধানে বাংলাদেশের বন্ধু দেশগুলোর আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পাচের পাতার পর

আব্বা ডাকতে।'তিনি বলেন, 'একটা ছোট্ট শিশু পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত। আমরা তো বঞ্চিত ছিলামই। কিন্তু এই ছোট বাচ্চাটাও পিতৃ্হ থেকে বঞ্চিত!' একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'রাসেল খুব চাপা স্বভাবের ছিল, সহসাই কাউকে কিছু বলতো না। তার চোখে সব সময় পানি। যদি কখনো বলতাম তোমার চোখে পানি কেন? বলতো চোখে কী যেন পড়েছে। ওই টুকু ছোট বাচ্চা, সে তার নিজের মনের ব্যথাটা পর্যন্ত কীভাবে লুকিয়ে রাখতো আমার ভাবতেও অবাক লাগে।'তিনি বলেন, তাঁর ভাই শেখ কামাল মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছিল। জামাল বন্দি খানা থেকে বের হয়ে নিজেও মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়। যখন আক্রমণ হতো, বিশেষ করে যখন বিমান হামলা হতো, রাসেল সব সময় পকেটে একটু তুলা রাখতো। নিজের কানে দিত, ছোট্ট জয়ের কানে দিয়ে দিত। যেন ওই আওয়াজে জয়ের কোনো ক্ষতি না হয়। তাঁর ছোট্ট জয়ের প্রতি খুব খেয়াল ছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, 'স্বাধীনতার পর আব্বা যখন ফিরে আসলো। আপনারা দেখবেন সব সময় আব্বার পাশে রাসেল। রাসেল যেন আব্বাকে ছাড়তেই চাইতো না।'তিনি বলেন, ১৫ আগস্টের ছয় বছর পর যখন দেশে আসি, যখন টুঙ্গিপাড়া যাই সেখানে একটা আলমারি ছিল। সেই আলমারির ভেতরে দেখি অনেকগুলো ছোট ছোট শিশুদের জামা তখনও পড়ে আছে। আমি জানতাম যে এইগুলো রাসেল ওই গ্রামের গরিব শিশুদের মাঝে বিতরণ করতো। তাদের আর্থিক সহায়তা দিত।শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি তার বড় বোন আমি কোলে পিঠে করেই তাকে আসলে মানুষ করেছি সব সময়। আমাদের অতি আদরের ছিল সে। কিন্তু ঘাতকের নির্মম বুলেট তাকেও বাঁচতে দেয়নি।'

পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের খেলাধুলায় অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমমন্ত্রী বলেন, 'খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় শিশুদের অংশ নিতে হবে। আর সমাজের খারাপ দিকগুলো, যেমন মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস— এসব থেকে দূরে থাকতে হবে।'তিনি বলেন, 'সততার সঙ্গে জীবনযাপন করতে হবে। শুধু নিজে খাব, নিজে করবো তা নিয়ে ভাবলে হবে না। অন্যদের চিন্তাটাও করতে হবে।'

খেলা

রাঁচিতে নয় কোচিতে দাদা, বিরাটদের সঙ্গে দেখা করবেন না, থাকবেন আইএসএল-এর উদ্বোধনে

দ্য ওয়াল ব্যুরো: সোমবার বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তার এক সপ্তাহের মধ্যে শনিবার রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় তথা শেষ টেস্ট খেলতে নামবে ভারত। সেই টেস্ট চলাকালীন সৌরভ সেখানে থাকবেন কিনা তা নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা। অবসান ঘটালেন দাদা নিজেই। বললেন, আইএসএল-এর উদ্বোধন আছে। তাই ইচ্ছে থাকা সত্বেও সেখানে যেতে পারছেন না তিনি। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সৌরভ বলেন, "আমার রাঁচিতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই সময়েই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের উদ্বোধন। আমি যেহেতু এ বার আইএসএল-এর মুখ তাই আমাকে কেরলে উদ্বোধনে থাকতেই হবে। তাই ইচ্ছে থাকা সত্বেও রাঁচিতে থাকার সময় পাব না।" ১৯ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত রাঁচিতে তৃতীয় টেস্ট খেলবেন বিরাটরা। অন্যদিকে আইএসএল-এর উদ্বোধন ২০ অক্টোবর। উদ্বোধনের পরেও বিরাটদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না দাদা। কারণ সেখান থেকে সরাসরি মুম্বইয়ের ফ্লাইট ধরবেন সৌরভ। ২৩ অক্টোবর মুম্বইয়ে বোর্ডের সভাপতি হিসেবে খাতায় কলমে দায়িত্ব নেবেন তিনি। তাই আইএসএল উদ্বোধনের পরেও সময় পাবেন না বলেই জানিয়েছেন মহারাজ। বোর্ড প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার আগেই আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের উপদেষ্টার দায়িত্ব ছেড়েছেন সৌরভ। ছেড়েছেন ধারাভাষ্য দেওয়াও। তবে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হলেও আপাতত রিয়েলিটি শো "দাদাগিরি" ও বাকি সব বিজ্ঞাপনের শ্যুটিং চালিয়ে যাবেন বলেই জানিয়েছেন তিনি। সৌরভ বলেন, "আমি দাদাগিরি ও বিজ্ঞাপনের শ্যুটিং করব। বাকি সব বন্ধ। ধারাভাষ্য দেওয়া ও আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। কারণ বিসিসিআই সভাপতির দায়িত্ব নেওয়া মানে অনেক প্রেসার থাকবে। তাই এত কিছু করা সম্ভব হবে না। আমি ক্রিকেটের উন্নতির দিকেই ফোকাস করতে চাই।" ক্রিকেটের পাশাপাশি আইএসএলও এবার সৌরভ-ময় ক্রিকেটের রাজ্যপাট আগেই দখল করে নিয়েছেন। বোর্ড সভাপতি হয়েছেন সম্প্রতি। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ফুটবলেও সিংহাসন দখল মহারাজের। জানা গিয়েছে আসন্ন ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রধান মুখ হতে চলেছেন সৌরভ। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের উদ্বোধন শুরু হচ্ছে আগামী রবিবারেই। কেরল ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে এটিকে ম্যাচের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে গ্ল্যামারাস ফুটবল লিগ। সেই উদ্বোধনেই হাজির থাকবেন সৌরভ।বুধবার সৌরভ ইডেন গার্ডেন্সে সাংবাদিকদের বলেন, "আমি আইএসএল-এর প্রধান মুখ।টুর্নামেন্টের জন্য শ্যুটিংও করেছি। তাই কেরলে উদ্বোধনে আমি হাজির থাকব। সেই কারণেই রাঁচি টেস্টে থাকতেপারবনা।" রাঁচি টেস্টের মাঝেই বিসিসিআইয়ের সভাপতি পদে সরকারিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা ছিল সৌরভ। তবে আইএসএল সূচির কারণে জানা গিয়েছে, আইএসএল উদ্বোধনের ঠিক পরের দিন অক্টোবরের ২৩ তারিখে মুম্বইয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় দায়িত্বভার নেবেন মহারাজ।সৌরভ দেশের ক্রিকেটে সর্বেসর্বা, সিএবি সভাপতি হচ্ছেন অভিষেকপ্রসঙ্গত, অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা দলে অংশীদারও সৌরভ। সাংবাদিকদের তিনি জানান, "আমি এখনও এটিকে দলের সঙ্গে যুক্ত।" কিছুদিন আগেও এটিকে টিভি ক্যাম্পেনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে দিল্লি ক্যাপিটালস দলের মেন্টরের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। দিল্লি দল থেকে সরে দাঁড়ালেও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে নিজস্ব ক্যুইজ শো হোস্ট করবেন তিনি। জানিয়েছেন তিনি নিজেই। সৌরভের বক্তব্য, "আমি কেবলমাত্র দাদাগিরি শো হোস্ট করব। এনডোর্সমেন্টও করব। তবে বাকি সবকিছু- ধারাভাষ্যকার, কলাম লেখা এবং আইপিএল অ্যাসাইনমেন্ট বন্ধ করে দিচ্ছি।" ধোনির ভবিষ্যতনিয়ে নির্বাচকদের সঙ্গে বসবেন সৌরভপাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, বোর্ড সভাপতি হওয়া বিশাল দায়িত্বশীল একটি বিষয়। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে বিভিন্ন কমিটি গঠন করবেন বলে জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নতুন প্রেসিডেন্ট।

জন্টিকে দক্ষিণ আফ্রিকা দলে যোগ দিতে বললেন হরভজন

ভারত সফরে এসে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল শোচনীয় বাটিং পারফরম্যান্স মেলে ধরেছে। প্রথম টেস্টে ভারত দুই ইনিংসে বাটিং করলেও, দ্বিতীয় টেস্টে কোহলিদের দ্বিতীয় ইনিংসে বাটিংই করতে হয়নি। তাই এবার প্রোটিয়াজদের বাটিং ব্যর্থতা নিয়ে হালকা রসিকতা করলেন হরভজন সিং। সরাসরি জন্টি রোডসকে বলে দিলেন, অবসর ভেঙে তিনি যেন ক্রিকেটে ফিরে আসেন দেশের স্বার্থে।রাঁচিতে শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে তৃতীয় টেস্ট। প্রথম দুই টেস্ট জিতে ভারত সিরিজ দখল করে নিয়েছে। এমন অবস্থায় জন্টি রোডসকে দেখা গেল, একটি বিজ্ঞাপনের শ্যুটিং করতে মুম্বইতে। নিজের ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ারও করলেন তিনি। ক্যাপশনে সর্বকালের সর্বেসেরা ফিল্ডার লিখলেন, "আইকনিক মেহবুব স্টুডিওতে শ্যুটিংয়ের জন্য হলেও সবুজ সোনালি জার্সি পুনরায় গায়ে চাপাতে পেরে ভাল লাগছে।" এরপরে তিনি হ্যাশট্যাগে জুড়ে দেন জোড়া শব্দবন্ধনী মুম্বইয়ে মেহবুব স্টুডিও এবং স্টিল ফ্লাইং।জন্টি রোডসের এই পোস্টেই টিপ্পনি কেটে ভাজ্জি লিখেছিলেন, "তুমি কি রাঁচি টেস্টে নামতে পারবে? দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং অর্ডারে এই মুহূর্তে জন্টিকে প্রয়োজন।" তবে জন্টিও জবাব দিয়েছেন।বলেছেন, "আমার থেকেও ওদের এটা বেশি প্রয়োজন।"ডুপ্লেসিসের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকান দল এই মুহূর্তে রীতিমতো সমস্যায়। সীমিত ওভারের ক্রিকেটের পরে টেস্টেও রীতিমতো বেকায়দায় তাঁরা। বিশাখাপত্তনম ও পুণে দুই টেস্টেই জয় পেয়েছে ভারত। তৃতীয় টেস্টে আবার চোট পেয়ে ছিটকে যেতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিংয়ের অন্যতম বড় ভরসা মারক্রাম। পুণেতে প্রোটিয়াজদের হারিয়ে ভারত ঘরের মাঠে টানা ১১তম সিরিজ জয় সম্পন্ন করেছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলেও শীর্ষে ভারত। চার মাচে খেলার পরে ভারতের পয়েন্ট ২০০। অক্টোবরের ১৯ তারিখে রাঁচিতে শুরু হচ্ছে তৃতীয় টেস্ট। সেই টেস্টে কী ঘুরে দাঁড়াতে পারবেব ভাঙাচোরা দক্ষিণ আফ্রিকা, সেটাই দেখার।

নজরে ধোনি; আসরে নামতে চলেছে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ!

নজরবন্দি ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এখন "পহেলি"। ধোনি অবসর নিয়ে নেবেন! চলছে জোর চর্চা। ইংল্যান্ডের মাটিতে বিশ্বকাপের সময় শেষ দেখা গিয়েছিল মাহিকে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে কিপিং করতে। কিন্তু এরপর টিম ইন্ডিয়ার ক্যারিবিয়ান সফর কিংবা দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে ধোনিকে যায়নি দেখা। নভেম্বরে বাংলাদেশ ভারতে সিরিজ খেলার জন্য আসছে। টাইগারদের বিরুদ্ধে সিরিজের দল নির্বাচন বৈঠক হতে চলেছে ২৪ অক্টোবর, বৈঠকে থাকবে ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি। স্বভাবতই ওই বৈঠকে এম এস ধোনির প্রসঙ্গ উঠতে চলেছে। ধোনি নিয়ে ক্যাপ্টেন কোহলির মতামত শুনে নিতে চাইবেন নয়া বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাইএটা বলা যায় বিসিসিআই এর বোর্ড প্রেসিডেন্ট হতেই সৌরভ ধোনি নিয়ে ক্যাপ্টেন কোহলির মতামত শুনে নিতে চাইবেন নয়া বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাইএটা বলা যায় বিসিসিআই এর বোর্ড প্রেসিডেন্ট হতেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবার এম এস ধোনিগঙ্গোপাধ্যায় এবার এম এস ধোনি ইস্যুতে আসরে নামতে চলেছেন, এমনই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে স্বয়ং সৌরভ। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, " নির্বাচকদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে ধোনিকে নিয়ে তারা কি চিন্তা ভাবনায় রয়েছে।" সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "এতদিন আমি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। সব কিছুই আমার কাছে নতুন। তাই বৈঠকের সময় আমি ধোনির বিষয়ে নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলব।" নয়া বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ জানিয়েছেন,"এম এস ধোনি নিজে কি চাইছে সেটাও দেখতে হবে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে যখন টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটার ছিলেন এবং পরে অধিনায়ক হয়েছিলেন সকল সময়েই টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিলেন। হরভজন সিং টিম থেকে ছিটকে যাওয়ার পরেও মহারাজ টেলিফোনের মাধ্যমে ভাজ্জিকে ফিরে আসার লড়াইতে অক্সিজেন জুগিয়ে ছিলেন। আর সেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার আদরের "দাদি" বিসিসিআই এর বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়ে এম এস ধোনির সঙ্গে কথা বলবেন না তা আবার হয় না কি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, " হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কথা বলব। আমায় জানতে হবে ধোনি কি চাইছে। কি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। " এরপরেই নয়া বোর্ড প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত তাতর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছে, "আমি যতদিন দায়িত্ব নিয়ে থাকবো, ক্রিকেটারেরাই প্রাধান্য পাবে।" ফলে টাইগারদের বিরুদ্ধে টিম নির্বাচন ঘিরে বৈঠক শুধুমাত্র সাধারণ একটা বৈঠকি রেওয়াজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চলেছে এমনটা মোটেও নয়।

গৌতম গম্ভীর ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের পদ থেকে দিলেন ইস্তফা

ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীর পূর্ব দিল্লির বিজেপির সাংসদ। সেই সঙ্গে তিনি দিল্লি জেলা এবং রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ)র ডাইরেক্টরও। সরকারের তরফে দিল্লিতে তিনজন ব্যক্তিকে নির্দেশক করা হয় আর প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার গম্ভীর তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন।কেন দিলেন ইস্তফা? গৌতম গম্ভীর নির্দেশক ছিলেন কিন্তু তার পরামর্শকে বারবার উপেক্ষা করা হয়েছে। এই কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি নিজের পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সাংসদ হওয়ার পর তার দায়িত্বও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। দৈনিক জাগরণের রিপোর্টের মোতাবেক গৌতম গম্ভীরের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন যে তিনি দিল্লির খেলোয়াড়দের জন্য ভাবতেন আর অনেক কিছু করতে চাইতেন কিন্তু ডিডিসিএতে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা তিনি পছন্দ করেননি।খেলোয়াড়দের যথেষ্ট সমস্যাগৌতম গম্ভীর চেয়েছিলেন যে দিল্লির হয়ে খেলা সমস্ত খেলোয়াড়দের ডিডিসিএ ভাল মেডিকেল সুবিধার সঙ্গেই ভালো খাবারও দিক। দৈনিক জাগরণের মতে যখন গৌতম গম্ভীর আর সেহবাগ খেলতেন তো তাদের খাবারে বেশ কয়েকবার পাথর আর পিনের মত জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। নির্দেশক থাকাকালীন তিনি এই সমস্ত জিনিস উন্নত করেত চেয়েছিলেন কিন্তু তেমনটা হয়নি। এটাই কারণ যে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি খেলোয়াড়দের দেওয়া দৈনিক ভাতা নিয়েও ক্ষুব্ধ ছিলেন।গৌতম গম্ভীর নিজের ইস্তফা ক্রীড়ামন্ত্রী ক্রিণ রিজিজুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার মনে হয়েছে যে ডিডিসিএতে তার প্রয়োজন নেই আর এই অবস্থায় তিনি নিজের সম্পূর্ণ ধ্যান নিজের সংসদীয় এলাকায় দিয়ে মানুষের সেবা করতে চান। তার এই ইস্তফার ব্যাপারে ডিডিসিএর তরফে কোনো বয়ান আসেনি। গৌতম গম্ভীর গত বছর ডিসেম্বরে নিজের শেষ ম্যাচ দিল্লির হয়ে খেলেছিলেন আর তারপর নিজের অবসর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন।

মেসির পায়ে হাফ ডজন সোনার বুট, টানা তিনবার ইউরোপ সেরার শিরোপা

গত সেপ্টেম্বরে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার পর এবার ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জুতলেন লিওনেল মেসি। ইউরোপিয়ান লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার সুবাদে কেরিয়ায়ের ষষ্ঠবার সোনার বুট জিতলেন লিও। এই নিয়ে টানা তিন বছর এই পুরস্কার পেলেন বার্সেলোনার অধিনায়ক।২০১৮-১৯ মরসুমে এলএমটেন ৩৪ মাচে ৩৬টি গোল করেছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কিলিয়ান এমবাপে (পারিস সাঁ-জাঁ)র থেকে তিনটি বেশি গোল করায় ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জেতেন তিনি। বলাই বাহুল্য আর কোনও ফুটবলারের কেরিয়ারে এতগুলো সোনার বুট নেই।গত মরসুমে মেসি স্পানিশ লিগ কাপে তিনটি (কোপা দেল রে) ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১২টি গোল করেছেন। গত মরসুমে ৫০ মাচে ৫১টি গোল করে তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন আর্জেন্তাইন রাজপুত্র।সোনার বুট নিতে মেসিকে সঙ্গ দিলেন তাঁর স্ত্রী অ্যান্তোনেলা রোকোজু ও দুই ছেলে থিয়াগো এবং মাটিও। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তাঁর দুই বার্সার সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও জর্ডি আলবা। মেসি পুরস্কার নিয়ে জানালেন, "আমার পরিবার ও সতীর্থদের এই পুরস্কার উতর্গ করছি। লুইস আর জর্ডি এখানে রয়েছে। ওরা না থাকলে এই পুরস্কার আমার পাওয়া হতো না। আমার দল না-থাকলে পাশে একটা পুরস্কারও পেতাম না।"১৯৬৭ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। প্রথমবার এই পুরস্কার পান পর্তুগিজ কিংবদন্তি ইউসেবিও। মেসি সর্বাধিক ছ"বার (২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯) এই পুরস্কার পেলেন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (২০০৮, ২০১১, ২০১৪ ও ২০১৫) পেয়েছেন চারবার। সুয়ারেজ জিতেছেন দু"বার।

দিন-রাতের টেস্ট নিয়ে কী সংকেত দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

সাধারণের উর্ধে উঠে অন্যভাবে ভাবেন বলেই তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আর এখানেই তিনি সবার থেকে আলাদা। সেই অন ধরনের ভাবনার বলেই বেলাইন হয়ে যাওয়া ভারতীয় ক্রিকেটকে ট্র্যাকে ফিরিয়েছিলেন মহারাজ। এবার বিসিসিআই-র সভাপতি হয়েও যে তিনি অন্য রকম কিছু করবেন, তা তো স্বতঃসিদ্ধ। দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর মুখে তেমনই এক আভাস দিলেন মহারাজ। পরোক্ষে জানালেন যে দিন-রাতের টেস্ট আয়োজনে তিনি আগের মতোই আগ্রহী।২০১৮-১৯ মরশুমে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অ্যাডিলেড টেস্ট দিন-রাতের করাতে চেয়েছিল আইসিসি। কিন্তু তাতে রাজি হয়নি বিসিসিআই। যদিও এই ঘটনার এক বছর আগেই ইডেন গার্ডেন্সে ভবানীপুর ও মোহনবাগানের মধে সিএবি সুপার লিগের ফাইনাল আয়োজন করে তাক লাগিয়েছিলেন বেঙ্গল বোর্ডের সভাপতি সৌরভ। এরপর থেকে বরাবারই দিন-রাতের টেস্ট ক্রিকেটের জন্য সওয়াল করে এসেছেন মহারাজ। বিসিসিআই-র সভাপতি হওয়ার আগে আরও একবার সেই প্রশ্নের উত্তর সোজা ব্যাটেই দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক।সাধারণত সাদা বলের ক্রিকেট খেলা হয় রাতে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে এখনও সেই নিয়ম চালু হয়নি। ক্রিকেটের দুই ফর্ম্যাটে এমন আলাদা নিয়ম বন্ধ করার দাবি বহুদিন ধরেই করে আসছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিসিসিআই-র সভাপতি হওয়ার আগে আরও একবার সেই প্রসঙ্গের মুখোমুখি হন মহারাজ। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই দাবি করেন, দিন-রাতের টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। বিসিসিআই-র দায়িত্ব নিয়ে তিনি এ ব্যাপারে বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন সৌরভ।উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ দিন-রাতের হবে। অজিরা পারলে ভারতও পারবে বলে মনে করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এক্ষেত্রেও মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করেন মহারাজ। তাঁর দাবি, দিন ও দিন-রাতের টেস্টের মধ্যে পার্থক্য কেবল বলের (যথাক্রমে লাল ও গোলাপী)। সেই পার্থক্য দূর হওয়া সম্ভব বলেই মনে করেন বিসিসিআই-র ভাবি সভাপতি।

The Executive Engineer, UDD, Agartala, Tripura (West) invites e-tender against press NIT No. 07/EE-IV/UDD/EW/2019-20 dated 16/10/2019 For "Major renovation of 5 storied Building near Rabindra Satabarshiki Bhawan, Agartala, Tripura recently taken over by U.D. Department as per the Order's of hon'ble High Court of Tripura during the year 2019 20".
With Estimated cost: Rs. 37,92,140.00, Earnest money: Rs. 37,921.00 Time of Completion -90 (ninety) days. Last Date of bidding for bids: upto 15.30 Hours on 18/11/2019 For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-1363/19

(M. DEBNATH)
Executive Engineer,
UDD, Agartala

দুর্নীতির দায়ে বহিস্কার আরব আমিরশাহির ৩ ক্রিকেটার

দুর্নীতির অভিযোগে বহিস্কার করা হলো আরব আমিরশাহির ৩ ক্রিকেটারকে।অধিনায়ক মোহাম্মদ নাভিদসহ আরও দুই সিনিয়র ক্রিকেটার আইসিসির শাস্তির কোপে পড়েছেন। বাকি দুজন হলেন ব্যাটসম্যান শাইমান আনোয়ার এবং ডানহাতি পেসার কাদির আহমেদ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু হওয়ার দুইদিন আগে এই ঘটনায় বড় এক ধাক্কা খেল আরব আমিরশাহী। আইসিসির দুর্নীতি বিরোধী আইনের ১৩টি ধারা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন এই তিন ক্রিকেটার।১৮ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। সেই সময় ম্যাচ ফিক্সিংয়ের পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়েছে নাভিদ এবং শাইমানের বিরুদ্ধে। এছাড়া আসন্ন টি-টেন লিগেও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়েছে নাভিদের বিরুদ্ধে। গত এপ্রিলে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও সেটি না জানানোয় অভিযুক্ত হয়েছেন কাদির।

NOTICE INVITING QUOTATION NO. 09/EE(AGRI/S/2019-20.

Sl No	Description of work	Quantity	Cost of document	Last date & time for application	Issue of bidding document	Bidding document selling & dropping centre	Dropping date & time	Opening date & time
1	Hiring of 1(One) No. Maruti Omini vehicle for use of the Executive Engineer(South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Udaipur, Gomati, Tripura for a period of 12(Twelve) Months. (D.N.I.Q. NO. 11/EE/AGRI/S/2019-20)	1(one)No.	Rs. 500/- only	During office hours upto 21/10/2019	Upto 4.00 PM on 23/10/2019	O/o the Executive Engineer (South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Udaipur, Gomati/The Assistant Engineer (Mech), Bagafa Agri. mech, Engg. Sub-Division Bagafa, Santirbazar, South Tripura.	Upto 3.00 PM on 24/10/2019	On 25/10/2019 at 3.00 PM

For details, Please contact to the office of the undersigned.

ICA/C-1353/19

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Udaipur, Gomati

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 06/EE/E-CELL/ARDD/2019-20,dated, 14/10/2019
Online percentage rate bids in Single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the Governor of Tripura' in PWD FORM-7 (SEVEN) up to 3.00 p.m. on 30/10/2019 the following work.

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time of Completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	website for online bidding	Class of bidder
1	DNIeT No : 20/EE/E-CELL/ARDD/2019-20	Rs. 10,78,934/	Rs. 10,789/	Rs 1000/	90(Ninety) days	Upto 15.00 Hrs on 30/10/2019	O/O the Director-ate of ARDD at 15.00 Hrs on 01/11/2019	http://tripura tenders .gov.in	Appropriate Class/Category as per NIeT
2	DNIeT No : 21/EE/E-CELL/ARDD/2019-20	Rs. 10,78,934/	Rs. 10,789/	Rs 1000/	90(Ninety) days	Upto 15.00 Hrs on 30/10/2019	O/O the Director-ate of ARDD at 15.00 Hrs on 01/11/2019	http://tripura tenders .gov.in	Appropriate Class/Category as per NIeT
3	DNIeT No : 22/EE/E-CELL/ARDD/2019-20	Rs. 22,79,218/	Rs. 22,792/	Rs 1000/	90(Ninety) days	Upto 15.00 Hrs on 30/10/2019	O/O the Director-ate of ARDD at 15.00 Hrs on 01/11/2019	http://tripura tenders .gov.in	Appropriate Class/Category as per NIeT
4	DNIeT No : 23/EE/E-CELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,11,434/	Rs. 6,114/	Rs 1000/	30(Thirty) days	Upto 15.00 Hrs on 30/10/2019	O/O the Director-ate of ARDD at 15.00 Hrs on 01/11/2019	http://tripura tenders .gov.in	Appropriate Class/Category as per NIeT

All details can be seen in the office of the undersigned, NB: This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in & https://ardd.tripura.gov.in/ at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in.
(For & on behalf of the Governor of Tripura)

ICA/C-1358/19

(Er. Gautam Reang)
Executive Engineer
E-Cell, ARDD,P.N.Complex
Agartala, West Tripura

PNIET No:- 14/EE/RIG/2019-20
Single bid percentage rated e-tenders are invited for the following work:

Sl No	Name of the work DNIT NO.	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Deadline for online biding	Time, date of pre-bid meeting	Place, time & date of opening of online bid	Website for online biding	Class of bidder	Cost of tender paper
1	Water supply Schemes in Tripura / Drilling & Development of 7(Seven) Nos. Deep Tube Wells with Contractor's high capacity direct rotary drilling rig and other machineries & equipments in Khowai District, West District & Sipahijala District of Tripura State during the year 2019-20(Gr.I). DNIe-T No.- 08/SE/DWSC/AGT/2019-20.	Rs. 93,68,203.00	Rs. 93,682.00	250(Two Hundred & Fifty) days	Date 12 Month 11 Year 2019	At 12.00 Hrs on 25/10/2019	Upto 15.30 Hrs on 13/11/2019 offiice of the Executive Engineer, Agartala, West Tripura Rig Division, P.N. Complex	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class/Category as per NIe-T	Rs. 2500.00
2	Water supply Schemes in Tripura / Drilling & Development of 7(Seven) Nos. Deep Tube Wells with Contractor's high capacity direct rotary drilling rig and other machineries & equipments in Khowai District, West District & Sipahijala District of Tripura State during the year 2019 20(Gr.II). DNIe-T No.- 09/SE/DWSC/AGT/2019-20.									

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact :-0381-232-

For and on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-1350/19

sd=
Executive Engineer
Rig Division, P.N.Complex
Agartala

জনগণকে আসতে হয় না, সরকারই জনগণের কাছে পৌঁছে যায় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

শুক্রবার করবুকে জনতার দরবারে জনগণের অভাব অভিযোগ শুনছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। রাজ্যের বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। কারণ, সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুযোগ পেতে জনগণকে আর সরকারের কাছে ছুটে যেতে হচ্ছে না। সরকার জনগণের কাছে ছুটে আসছে। আজ গোমতি জেলার করবুক মহকুমায় বহুমুখী উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'জনতার দরবার'-এ উপস্থিত হয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেন। তাঁর কথায়, জনতার দরবারে জনগণ যেমন ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আসেন তেমনি সমাজের নানা সমস্যা রাস্তাঘাট, সেচ, পানীয়জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুতের মতো সমষ্টিগত সমস্যারও সমাধান চান। এতে সরকার ও জনগণের মধ্যে সরাসরি কথাবার্তার মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার রূপরেখা তৈরি করা সহজতর হয়।

আজকের এই জনতার দরবারে করবুক এবং শিলাছড়ি ব্লকের অন্তর্গত ৩০টি এডিসি ভিলেজ এলাকায় বসবাসকারী প্রচুর মানুষ তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি সমূহ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের সমস্যা ও দাবিসমূহ মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং অধিকাংশেরই তাৎক্ষণিক সমাধান করে দেন। অবশিষ্ট সমস্যাগুলি উপস্থিত রাজ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা, মহকুমা এবং ব্লক আধিকারিকদের গুরুত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করবুকের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। একমাত্র সরকারি কর্মচারীরাই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত করতে পারেন। তিনি আরও বলেন, যে সকল সরকারি কর্মচারী নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন বছর দুয়েকের মধ্যে তাঁদের পছন্দ মতো জায়গায় বদলির ব্যবস্থা করা হবে।

এদিনের জনতার দরবারে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা, বিধায়ক রঞ্জিত দাস প্রমুখ। এছাড়া রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, পুলিশের মহানির্দেশক একে শুক্লা, গ্রামোন্নয়ন ও শিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, পূর্ত দফতরের প্রধানসচিব এসআর কুমার, উপজাতি কল্যাণ দফতরের সচিব এন ডার্লং, গোমতি জেলার জেলাশাসক টিকে দেবনাথ, পুলিশ সুপার এআর রেড্ডি-সহ জেলা ও মহকুমাস্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। জনতার দরবার উপলক্ষে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

'সারপ্রাইজড মুভ', এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক হাজেলাকে অসম থেকে তাঁর গৃহরাজ্য মধ্যপ্রদেশে বদলির নির্দেশ সুপ্রিমকোর্টের

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : সকলকে স্তম্ভিত করে 'সারপ্রাইজড মুভ'-এর পর অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র রাজ্য সমন্বয়ক (স্টেট কোঅর্ডিনেটর) আইএএস আধিকারিক প্রতীক হাজেলা বদলি করেছে সুপ্রিমকোর্ট। জাতীয় নাগরিকপঞ্জির নবায়িত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর নানা বিতর্কে বিদ্ধ হচ্ছিলেন হাজেলা। আজ সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ নেতৃত্বাধীন বিচারপতি এসএ ববড়ে, রোহিনটন নরিম্যানকে নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক হাজেলাকে 'ইন্টার-ক্যাডার' বদলি করে আগামী সাতদিনের মধ্যে অসম থেকে তাঁর গৃহরাজ্য মধ্যপ্রদেশে প্রতীক হাজেলাকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

আচমকা এই নির্দেশ শুনে 'হতভম্ব' অ্যাটর্নি জেনারেল কেকে বেণুগোপাল আদলতের কাছে জানতে চান, বদলির পিছনে কোনও কারণ আছে কি না? 'নো অর্ডার উইল বি উইদাউট রিজন', অর্থাৎ কোনও নির্দেশ বিনা কারণে দেওয়া হয় না, জবাবে বলেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। প্রসঙ্গত, এনআরসি-র নবায়ন প্রক্রিয়া সুপ্রিমকোর্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। সে জন্য এই প্রক্রিয়ায় কেবল সহায়তা ছাড়া রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারছে না।

জানা গেছে, ইতিপূর্বে সুপ্রিমকোর্টে তাঁর জীবনের প্রতি হুমকি এসেছে বলে এক আবেদন দাখিল করে তাঁকে অসম থেকে বদলি করার আর্জি জানিয়েছিলেন হাজেলা। আজ শুক্রবার ওই আবেদনের শুনানি গ্রহণ করে 'ইন্টার-ক্যাডার' তথা আন্তঃরাজ্য বদলি করতে দিয়েছে রঞ্জন গগৈ নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, প্রতীক হাজেলার নেতৃত্বেই অসমে এনআরসি-র নবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গত ৩১ আগস্ট তার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়েছে। প্রকাশিত তালিকায় লক্ষ লক্ষ বিদেশির নাম অন্তর্ভুক্ত এবং লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে। খোদ বিজেপি এবং সরকার তাঁর কাজকর্মে সন্দেহ ব্যক্ত করেছে। দলের কেন্দ্রীয় ও বহু প্রদেশস্তরের নেতা, এমন-কি মন্ত্রী ও বিধায়কও ত্রুটিমুক্ত তালিকা প্রকাশে প্রতীক হাজেলা ১০০ শতাংশ ব্যর্থ বলে অভিযোগ তুলেছেন। বলা হচ্ছে, 'কোনও অশুভশক্তির ইশারায় সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বেছে বেছে প্রকৃত ভারতীয়, বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিদের নাম কর্তন করা হয়েছে এনআরসি-র নবায়িত তালিকা থেকে।' এছাড়া নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলা ১, ৬০০ কোটি টাকা কোথায় কীভাবে খরচ করেছেন, তার হিসাবও চাওয়া হচ্ছে নানা মহল থেকে।

এ ধরনের একের পর এক অভিযোগ যখন প্রতীক হাজেলার বিরুদ্ধ দাগা হচ্ছে তখন তাঁর বদলির নির্দেশ শুনে রাজ্যের ওয়াকিহাল মহল বিস্মিত। আজ আচমকা এই খবর অসমে চাউরে হলে পক্ষে বিপক্ষে শুরু হয়েছে নানা প্রতিক্রিয়া। সোশাল মিডিয়াতেও ইতিমধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বলা হচ্ছে, এখনও এনআরসি-র কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এমতাবস্থায় আচমকা তাঁকে বদলি করায় এনআরসি নবায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। আবার কেউ কেউ বলছেন, হাজেলা যেখানেই যান, খরচের তালিকা তাঁকে দিতেই হবে। তাছাড়া কাদের নির্দেশে বিদেশিদের নাম এনআরসিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সে রহস্যও যেনতেনপ্রকারেণ বের করা হবে। কেবল তা-ই নয়, হাজেলার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে কয়েকটি এফআইআরও রাজ্যের কয়েকটি থানায় পড়েছে বলে জানা গেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আইআইটি দিল্লির স্নাতক প্রতীক হাজেলার মূল বাড়ি মধ্যপ্রদেশে। ১৯৯৫ সালে অসম-মেঘালয়ের আইএএস ক্যাডার হিসেবে অসমে যোগদান করেছিলেন তিনি।

শিক্ষা অর্জনে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের আরও আগ্রহী হতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

তপশিলী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি প্রদান করছে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। শিক্ষাই হচ্ছে উন্নয়নের সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। সুশিক্ষা শুধুমাত্র একজন সুনাগরিকই তৈরি করে না, একজন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিতও করে। সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলা টাউন হল-এ আয়োজিত মহকুমাভিত্তিক জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এ-কথাগুলি বলেন।

তাঁর কথায়, শিক্ষা অর্জনে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের আরও আগ্রহী হতে হবে। কারণ এখন প্রতিযোগিতার যুগ। প্রতিযোগিতার যুগে নিজেকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সেজন্য একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সকলকে শিক্ষা অর্জনে ব্রতী হতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, সরকার এখন জনজাতিদের শিক্ষা অর্জনের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হতে গেলে সংখ্যালঘু হওয়াটা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না যদি তারা সঠিক শিক্ষায় ও সঠিক লক্ষ্যে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষা অর্জনের জন্য চাই দৃঢ় মনোবল, একাগ্রতা এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। পাশাপাশি শুধুমাত্র শিক্ষা অর্জন করলেই হবে না, একজন ভালো মানুষও হতে হবে। তবেই একজন ব্যক্তির শিক্ষা অর্জন সম্পর্ণ হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া বলেন, শুধুমাত্র পাশের জন্য পড়াশুনা নয়। পড়াশুনা করতে হবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তিনি আগামীদিনে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিটি জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে বলেন, এই মেধাবৃত্তি দেওয়ার লক্ষ্য হল সকলকে পড়াশুনায় আরও মনোযোগী করে তোলা। আগামীদিনে রাজ্যে আইএএস, টিসিএস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদগুলিতে জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা স্থান করে নেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সেই সাথে শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা অর্জনের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার পরামর্শ দেন মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন উপজাতি কল্যাণ দফতরের অতিরিক্ত অধিকর্তা টিংকুমা ডার্লং, পশ্চিম জেলা উপজাতি কল্যাণ কার্যালয়ের আধিকারিক বুধুলিয়ান রাঙ্খল এবং বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনামিকা দেববর্মা। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জনজাতি বোর্ডিং হাউজের চেয়ারম্যান বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন জনজাতি বোর্ডিং হাউজের ভাইস চেয়ারম্যান হিমানী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহা। আজকের অনুষ্ঠানে মহকুমার ৩২টি বিদ্যালয়ের ১,২৮০ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগণ ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এমন ১৬ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে মেধাবৃত্তি স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেন।

হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ককে মজবুত করতেই কেন্দ্র এনআরসি চালু করছে ঃ সীতারাম ইয়েচুরি

কলকাতা,১৮ অক্টোবর (হি.স.): হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ককে মজবুত করতেই কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্যগুলোতে ভোট আসন্ন, সেই রাজ্যগুলোতে এন আর সি চালু করতে চাইছে। শুক্রবার এমনটাই দাবি করলেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।

এদিন আলিমুদ্দিনে সাংবাদিক বৈঠকে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, 'বিজেপি একটি বিশেষ ধর্মের মানুষকে দেশ থেকে তাড়াতেই অসাংবিধানিকভাবে দেশে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী চালু করতে চাইছে। অথচ শুধু আসামেই এটি চালু করার কথা ছিল'। এদিন সংবিধানকে অমান্য করার জন্যই দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে বলে মন্তব্য করেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক। সীতারাম ইয়েচুরি আরও জানান, 'দেশে, গ্রামে ও শহরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, কিন্তু দেশের বিত্তশালীদের ২ লক্ষ কোটি টাকার উপর কর মকুব করা হয়েছে। দেশে চরম অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দেখা দিয়েছে'। এর ফলে অটোমোবাইল সহ বিভিন্ন শিল্পের করুন অবস্থা ও ব্যাপক সংখ্যক কর্মচ্যুতি ইস্যুকে সামনে রেখে বামপন্থী দেশ জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে বলে তিনি জানান। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর ৭০ দিন কেটে গেলেও সেখানকার পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিজেপির হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদকে মোকাবিলা করে দেশীয় জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর দল লড়াই করছে ও এই লড়াইয়ে যেকোন ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও মানুষকে স্বাগত জানান তিনি।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই যদি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। তবে তা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক বলে ইয়েচুরি মন্তব্য করেন। ফেসবুক পোস্টে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করায় প্রদেশ কংগ্রেস মুখপত্র সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশের গ্রেফতার করার বিষয়েও কঠোর সমালোচনা করেন তিনি।

সমগ্র দেশে এনআরসি ও অযোধ্যা মামলার রায় হিন্দুদের পক্ষে যাক, চায় আরএসএস

ভুবনেশ্বর, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): জাতীয় নাগরিকপঞ্জী (এনআরসি) সমগ্র দেশে প্রয়োগ করা উচিত। শুক্রবার এই কথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) এর সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশী। এদিন ওড়িশার ভুবনেশ্বরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীরাম মন্দিরের নির্মাণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আমাদের প্রার্থনা অযোধ্যার শ্রীরামজন্ম ভূমিতে মন্দির নির্মাণ হোক। এখন যখন আদালতে এই মামলার শুনানি শেষ হয়ে গেছে তখন আশা করছি এই মামলার রায় হিন্দুদের পক্ষে যাবে।

ভুবনেশ্বরে চলা আরএসএস---এর অখিল ভারতীয় কার্যকারী মন্ডলের বৈঠকের শেষ দিন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আরএসএস-এর সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশী বলেন, সরকারের কাজ দেশের অনুপ্রবেশকারীদের অনুসন্ধান করে এবিষয়ে নিজেদের নীতি তৈরি করে ব্যবস্থা নেওয়া। এখন পর্যন্ত এটা অসমে হয়েছে। যা সমগ্র দেশে লাগু হওয়া উচিত। অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে করা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমারা সর্বদা এটাই প্রার্থনা করে এসেছি যে, অযোধ্যার শ্রীরামজন্ম ভূমিতে মন্দির নির্মাণ কেন্দ্র করে সমস্ত বাধাকে শেষ করে দেওয়া হোক। এখন যখন আদালতে এই মামলার শুনানি শেষ হয়ে গেছে তখন আশা করছি এই মামলার রায় হিন্দুদের পক্ষে যাবে।

আদালতের বাইরে এই মামলার নিষ্পত্তি নিয়ে করা চেষ্টা সম্পর্কে করা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এই মামলার সমাধান করার জন্য ইতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যদি বিষয়টি সফল হত তবে বিশ্বে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেত। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। আদালতে দীর্ঘ সময় ধরে এই মামলা চলছে।

অভিন্ন দেওয়ানিবিধি বাস্তবায়নের জন্য জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের জবাবে জবাবে জোশী বলেন যে, এই চাহিদা অনেক পুরনো। এটি সংবিধানের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। দেশের নাগরিকদের জন্য এক ধরণের আইন হওয়া উচিত।কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকায় ফিরে আসার বিষয়ে তিনি বলেছেন যে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিরাপত্তার কারণে তাদের বাড়িঘর থেকে পালাতে হয়েছিল। আমরা চাই কাশ্মীরে এই সুরক্ষার পরিবেশ তৈরি হোক এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতরা তাদের ঘরে ফিরে যেতে পারেন।

কংগ্রেসের না আছে দেশের একতার চিন্তা, না আছে সংবিধানের চিন্তা : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

হরিয়ানা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : কংগ্রেস দল এমন একটি রোগের নাম, যার কোন চিকিৎসা হয় না। এই দলের না আছে দেশের একতার চিন্তা, না আছে সংবিধানে চিন্তা। শুক্রবার এমন ভাষাতেই কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন হরিয়ানার গোহনা নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শুরু থেকে তিনি কংগ্রেসকে তুলোধোনা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমরা স্বচ্ছ ভারত গড়ার বার্তা দিয়ে চলেছি। আর তা শুনে কংগ্রেসের পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। সার্জিকাল স্ট্রাইক, বালাকোট-র নাম শুনলেই কংগ্রেসের লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় পেটে ব্যথাও। এমন ব্যথা যে যার কোন চিকিৎসা হয় না। কিন্তু দেশবাসী ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, কংগ্রেসের এই যন্ত্রণা কেন হয়।

প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে গোহনা নির্বাচনী কেন্দ্রে জনসভায় তিনি আরও বলেন, লোকসভা নির্বাচনে আমি আপনাদের আশীর্বাদ নিতে আসতে পারিনি। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি উপর আস্থা রেখে আপনারা জিতিয়েছেন। আগে কংগ্রেসের ধারণা ছিল যে হরিয়ানা সমস্ত ক্ষেত্র তাদের মালিকাধীন ছিল। সেই ভুল ধারণা আপনারা ভেঙে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জনসভায় কংগ্রেসের উপর আক্রমণ করে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ করার বিষয়ে কংগ্রেসের বিরোধিতাকে কটাক্ষ করে বলেন, যারা ভারত মায়ের চিন্তা করে না, তারা হরিয়ানার চিন্তা করবে কীভাবে। তিনি আরও বলেন, হরিয়ানার মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের পরিচয়ের ছাপ রেখেছেন। তা কুস্তির আখড়া হোক বা দেশের সীমারক্ষার ক্ষেত্রই হোক, সব ক্ষেত্রেই হরিয়ানার যুবকরা সবসময় এজন্য তৈরি রয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।